দিন - দুই

- এ্যাডভোকেসীর - অর্থ ও উদ্দেশ্য (Advocacy - Meaning and Purpose)
- সুশাসনের সাথে এ্যাডভোকেসীর সর্ম্পক (Relation of Advocacy to good Governance)
- এ্যাডভোকেসীর যৌক্তিক পদক্ষেপ - ইস্যুসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ: (Steps in Advocacy - Identification and Analysis of Issues)

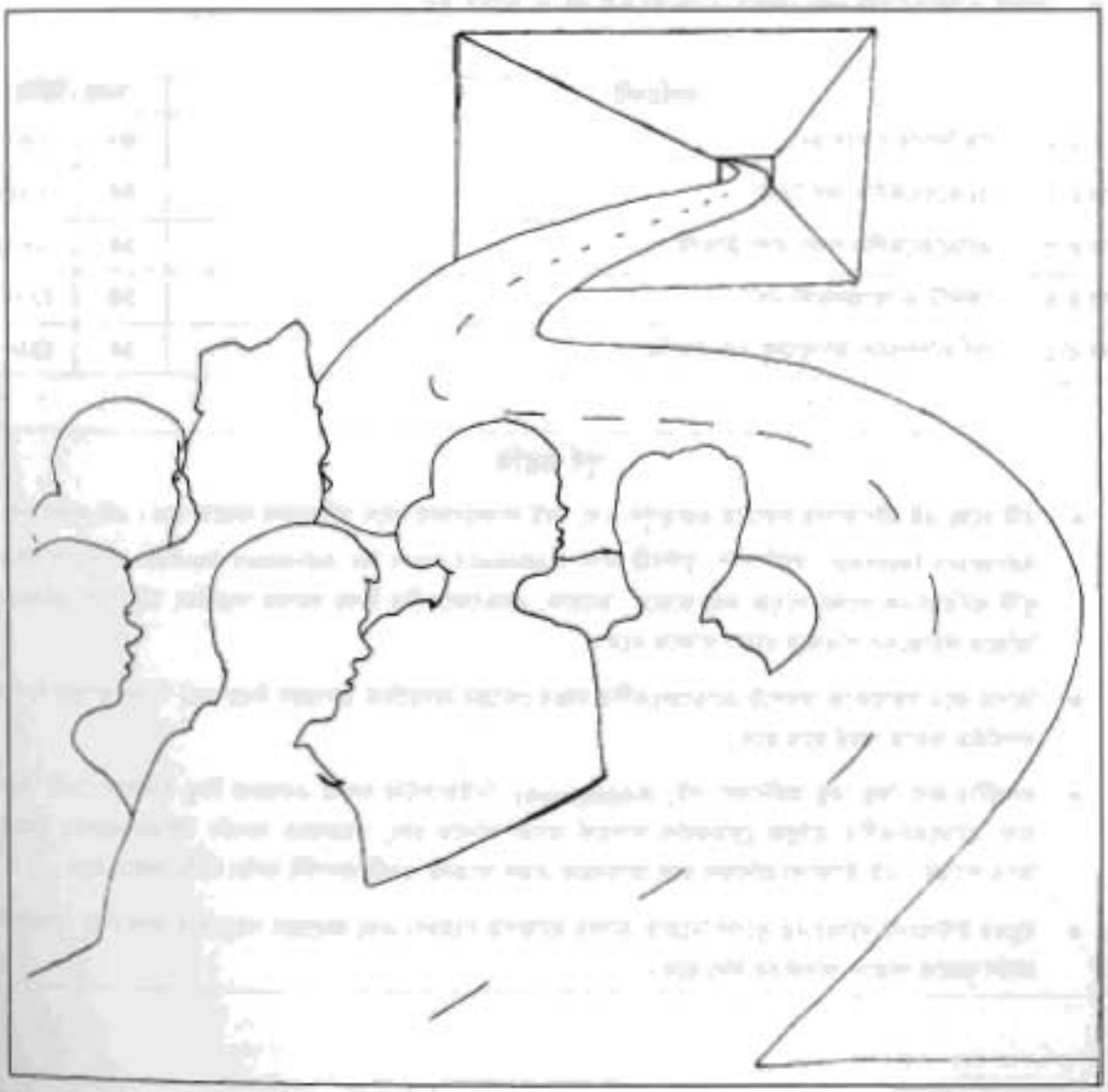

অধিবেশন -৫
এ্যাডভোকেসীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য
Advocacy – Meaning and Purpose

সময়: ২ ঘন্টা

অধিবেশনের সার্বিক উদ্দেশ্য :

এ্যাডভোকেসীর কৌশল এবং উপকরণসমূহের ধারণাগত ফ্রেম ওয়ার্কের সাথে পরিচিত হওয়া।

অধিবেশনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী:

- প্রশিক্ষণের প্রথম দিনের পর্যালোচনা।
- এ্যাডভোকেসীর বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞার ব্যাখ্যা।
- স্থানীয় পটভূমিতে এ্যাডভোকেসীর প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষা করা।
- কোনটি এ্যাডভোকেসী এবং কোনটি এ্যাডভোকেসী নয় তা চিহ্নিত করা।

কার্যাবলী		সময় (মিনিট)	
কাজ ৫.১	গত দিনের পর্যালোচনা	৩০	(৩০)
কাজ ৫.২	এ্যাডভোকেসীর অর্থ তৈরী	৪৫	(৭৫)
কাজ ৫.৩	এ্যাডভোকেসীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	১৫	(৯০)
কাজ ৫.৪	কোনটি এ্যাডভোকেসী নয়	১৫	(১০৫)
কাজ ৫.৫	পূর্ণাঙ্গ/সম্পূরক আলোচনা এবং সমাপ্তি	১৫	(১২০)

পূর্ব প্রস্তুতি

- এটি হচ্ছে এই প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সাবধানতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। এই ম্যানুয়েল -এ **Advocacy Institute**, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র এবং **National Centre for Advocacy Studies**, পুনে, ভারত-এর দু'টি প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞা সংযুক্ত করা হয়েছে। যাহোক, এ্যাডভোকেসীর উপর ব্যাপক পড়াশুনা, চর্চা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহায়কের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।
- বিশেষ করে সহায়ককে অবশ্যই এ্যাডভোকেসীর বাস্তব ক্ষেত্রের ব্যবহারিক উদাহরণ নিয়ে তার সাথে তাত্ত্বিক বিষয়কে সম্পর্কিত করতে সমর্থ হতে হবে।
- প্রদর্শনীর জন্য কিছু কিছু আর্টিকেল, বই, **Bibliography**, নিউজলেটার অথবা এধরনের কিছু প্রকাশনা তৈরী করুন। যারা এ্যাডভোকেসীর তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে আরো জানতে চান, তাদেরকে আপনি উপকরণগুলোর উদাহরণ দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ হলে আপনাকে এতদ্ সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনী কর্ণার তৈরি করতে হবে।
- যাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে তাদের ব্যক্তিগত গবেষণা এবং অধ্যয়নে সহায়তার জন্য কিছু ওয়েবসাইট প্রদান করতে পারলে অধিকতর ভাল হবে।

অধিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ঃ

সহায়ক উপকরণসমূহ	৫.১	এ্যাডভোকেসী একটি ধারণাগত জ্ঞান
সহায়ক উপকরণসমূহ	৫.২	এ্যাডভোকেসী লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য
সহায়ক উপকরণসমূহ	৫.৩	কোনটি এ্যাডভোকেসী নয়?
সহায়ক উপকরণসমূহ	৫.৪	অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচের সাথে এ্যাডভোকেসীর সম্পর্ক
সহায়ক উপকরণসমূহ	৫.৫	এ্যাডভোকেসীর জন্য টুলস্
সহায়ক উপকরণসমূহ	৫.৬	অভিনয়ের দৃশ্যপট

অন্যান্য উপকরণসমূহ :

সহায়কের জন্য পরামর্শ-৫
Suggestions for Facilitators

কাজ ৫.১ গত দিনের পর্যালোচনা

সময় : ৩০ মিনিট

অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রিক পদ্ধতি এবং সহায়ক কেন্দ্রিক পদ্ধতি এই দুইভাবে গত দিনের পর্যালোচনা পরিচালনা করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য আপনাকে পূর্বের দিনের অধিবেশনের প্রারম্ভেই পর্যালোচনা অধিবেশন প্রস্তুতের জন্য দুই অথবা তিনজন অংশগ্রহণকারীকে মনোনীত করতে হবে। এ জন্য সম্পূর্ণ কর্মশালার প্রথম দিনেই প্রাত্যহিক পর্যালোচনা অধিবেশনের জন্য পৃথক পৃথক ভলান্টিয়ার (অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে) নির্বাচন করা সুবিধাজনক হবে।

সহায়ক কেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে, সহায়কদের যে কেউ নিম্নোক্ত যে কোন একটি অথবা অন্য যে কোন সুবিধাজনক পদ্ধতি অনুসরণ করে অধিবেশন শুরু করতে পারেন।

- প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থান আরামপ্রদ নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক প্রয়োজন সমূহ (যেমন - খাবার সমস্যা, অন্যান্য সুবিধাদি ইত্যাদি) সমূহ বিষয়ে খোঁজ খবর নিন। কেউ যদি লজিস্টিক বিষয়ক কোন অভিযোগ উত্থাপন করে তবে তা সমাধান করতে চেষ্টা করুন অথবা বিষয়টি এতদ্ সংশ্লিষ্ট দায়ীত্বশীল ব্যক্তির নিকট অর্পন করুন। এটা যদি বড় ধরনের সমস্যা হয়, তবে উত্থাপনকারী ব্যক্তিকে বিরতির সময় দেখা করতে বলুন যেন বিষয়টি আরও ভালভাবে সমাধান হয়।
- 'গতকাল কি ঘটেছিল?'- এমন একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন দিয়ে পর্যালোচনা শুরু করুন। কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে শুনে তাদের বলুন যে, আপনারা এখনই পর্যালোচনা করতে যাচ্ছেন। অতঃপর বিগত দিনের আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর উপর আপনার মতামত শেয়ার করুন। অনুগ্রহ করে পর্যালোচনা জন্য ১৫ মিনিটের অধিক সময় নেবেন না।
  - বিষয়বস্তু: বিগত দিনের সমস্ত বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং অনুভূতি উপস্থাপন করুন যেন সকল অথবা বেশীরভাগ অংশগ্রহণকারীরা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে। এসময় সকল অধিবেশন উপস্থাপন নিশ্চিত করুন।
  - অংশগ্রহণের পর্যায়: অংশগ্রহণ সম্পর্কে আপনার মনোভাব শেয়ার করুন। যদি আপনি বুঝতে পারেন যে অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ কর্তৃত্ব করেছে, কেউ কেউ অন্যমনস্ক ছিলো এবং কেউ কেউ বেশী মাত্রায় নিশ্চুপ ছিলো তবে তা উল্লেখ করুন এবং বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য দলের / অংশগ্রহণকারীদের কোন পরামর্শ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।
  - সময়: বিষয় অনুযায়ী অধিবেশনের যথেষ্ট সময় ছিলো কিনা, অংশগ্রহণকারীরা যথা সময়ে এসেছিলো কিনা সে সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি শেয়ার করুন। যদি সেখানে কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তবে তা আলোচনা পূর্বক চূড়ান্ত করুন।
  - অন্যান্য আকর্ষণীয় ঘটনা: যদি সেখানে অন্য কোন বিষয় বা ঘটনা থাকে যা নির্দেশনা প্রদান বা আকর্ষণীয় ছিলো, সেসব পুণ: উল্লেখ এবং শেয়ার করতে পারেন।
  - গতদিনের ধারণা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন। সতর্কতার সাথে শ্রবণ করুন। সংশোধিত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যদি কোন পরামর্শ আসে তবে সেই পয়েন্টগুলো লিপিবদ্ধ করুন। আপনার সময়সীমা অনুযায়ী আলোচনা প্রসারিত করতে পারেন।

কাজ : ৫.২ এ্যাডভোকেসীর সংজ্ঞা তৈরী

সময় ঃ ৪৫ মিনিট

এই অধিবেশন অনেকভাবে পরিচালনা করা যায়। নিম্নে দলীয় কাজের মাধ্যমে একটি পথের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

- এ্যাডভোকেসীর অর্থ বিশ্লেষণের জন্য একক এবং দলীয় কাজ।

- প্রথমে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাদের মনন থেকে 'এ্যাডভোকেসী কী?' সে সম্বন্ধে কিছু মূল শব্দ লিখতে বলুন।
- তারপর অংশগ্রহণকারীদেরকে দুজন দুজন করে জোড়া মিলতে বলুন এবং এ্যাডভোকেসী ধারণার -- নিরিখে কিছু সার্বজনীন শব্দসমষ্টি বা বাগবৈশিষ্ট্য ঐকমতের ভিত্তিতে বের করতে বলুন।
- অত:পর জোড়াগুলো থেকে চারজনের দল তৈরী করে তাদেরকে মূল শব্দ দ্বারা এ্যাডভোকেসীর সংজ্ঞা তৈরী করতে বলুন, যে শব্দগুলো প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হবে।
- এই দলগুলোকে কিছু উপায়ে তাদের সংজ্ঞাগুলোকে উপস্থাপন করতে বলুন। অত:পর সহায়ক হিসেবে এবং দলের মতামতের ভিত্তিতে সকল সংজ্ঞা থেকে সব মূল শব্দগুলোর নীচে দাগ দিন।
- এখন সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে চারটি ছোট দলে ভাগ করুন ও তাদেরকে সকল অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মূল শব্দগুলোর একটি তালিকা দিন এবং প্রত্যেক দলকে এ্যাডভোকেসীর একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা তৈরী করতে বলুন।
- এই মূল ধাপগুলো বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে কমানো যাবে। মূল নীতি হলো ব্যক্তিক বোধকে দলীয় বোধে উন্নীত করা।

- সকল দলকে তাদের নিজস্ব সংজ্ঞা উপস্থাপন করার জন্য বলুন। চূড়ান্ত পর্যায়ে আপনি একই মূল শব্দাবলীর ব্যবহার সম্বলিত এ্যাডভোকেসীর চারটি সংজ্ঞা পাবেন।
- এখন পূর্ণ অধিবেশনের RM - ৫.১ -এর অন্তর্গত এ্যাডভোকেসীর সংক্রান্ত সংজ্ঞার কয়েকটি উপস্থাপন করুন এবং এগুলোকে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে আসা সংজ্ঞা ও মূল শব্দের সাথে সম্পর্কিত করুন। অন্যান্য পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এ্যাডভোকেসী সংক্রান্ত সংজ্ঞা সমূহের সাথে দলভিত্তিক আলোচনায় চিহ্নিত মূল শব্দসমূহকে যেখানে সম্ভব নির্দেশ করুন।

কাজ : ৫.৩ এ্যাডভোকেসীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

সময়: ১৫ মিনিট

- RM - ৫.২ এ প্রদত্ত এ্যাডভোকেসীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী তা উপস্থাপন করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন ঐ অঞ্চলে কর্মক্ষেত্রে এ্যাডভোকেসীর কেন প্রয়োজন। সে যাইহোক, আপনাকে সময় প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি বেশী সময় নেয় তবে তা এই বলে শেষ করুন যে, আমাদের অধিবেশনের শেষে এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমরা আরো কিছু সময় পাব।

কাজ ৫.৪ কোনটি এ্যাডভোকেসী নয়

সময়: ১৫ মিনিট

অনেকেই এ্যাডভোকেসীর মধ্যে সব কিছুকে মিশিয়ে ফেলতে শুরু করে। ফলত: বিষয়টির অর্থ যেকোন কিছু এবং সবকিছু হয়ে দাঁড়ায়। এই অস্পষ্টতা পরিহার করার জন্য এ আলোচনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই অধিবেশনের এই অংশ শুরু করার আগেই সহায়ককে এই বিষয়ের উপর অবশ্যই পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে।

- ছোট একটি অভিনয়ের মাধ্যমে অধিবেশনের এই অংশ শুরু করতে পারেন। অভিনয়ের একটি দৃশ্যপট **RM – ৫.৬** এ দেয়া হয়েছে। এটি শুধু মাত্র একটি উদাহরণ। আপনার দলের জন্য যথোপযুক্ত একটি কে বেছে নেয়া উচিৎ। এই অংশটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অভিনয়ের উপর ৫ মিনিটের অধিক সময় ব্যয় করবেন না।

- অভিনয় প্রদর্শন শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে আপনি কেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে কোনগুলো এ্যাডভোকেসী উদ্যোগের সাথে মিল ছিল এবং কোনগুলো ছিল না তা বের করতে বলুন।

- **RM - ৫.৩** এই অধিবেশনের সারমর্ম করতে আপনাকে সহায়তা করবে। তা ছাড়া আপনি আরও কিছু কৌশল এবং ধারণার ব্যবহার করতে পারেন।

কাজ : ৫.৫ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং সমাপ্তি

সময়: ১৫ মিনিট

- উপস্থাপনার পর, উন্মুক্ত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। আপনি অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন উপস্থাপনা থেকে ধারণা, প্রতিক্রিয়া এবং এই অধিবেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাসঙ্গিক বাস্তবতাসমূহ সহভাগিতা করতে অনুরোধ করতে পারেন। অনেক অংশগ্রহণকারী পরিষ্কার ভাবে বুঝার জন্য প্রশ্ন তুলতে পারেন। সব প্রশ্নের জবাব দিতে আপনার যথেষ্ট সময় না ও থাকতে পারে। প্রাপ্তিসাধ্য সময়ের উপর নির্ভর করে, আপনি আলোচনা বন্ধ করতে এবং এ্যাডভোকেসীর একটি ধারণাগত জ্ঞান' হ্যান্ডআউটটি (**RM ৫.১**) বিতরণ করতে পারেন। পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য তাদের সর্তকতার সাথে এটা পড়তে বলুন।

অধিবেশন - ৫ এর জন্য সহায়ক উপকরণসমূহ
Resource Materials for Session 5

৫.১ এ্যাডভোকেসী সংজ্ঞা ঃ

এ্যাডভোকেসীর আভিধানিক অর্থ হল ঃ
কোন একটি ধারণার উপর গণ-সমর্থন প্রদান, একটি কার্য প্রণালী বা একটি বিশ্বাস।

-অক্সফোর্ড এডভানস্ লার্নারস ডিকশনারী

অবশ্য, উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের প্রসঙ্গ সূত্রে, আর ও অনেক উপাদানের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন। তিনটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ্যাডভোকেসীর এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

"এ্যাডভোকেসী হচ্ছে - রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতি (Policy) ও সম্পদ বন্টনের সিদ্ধান্তসহ ফলাফলকে প্রভাবিত করার একটি প্রচেষ্টা যা মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে।"

- Advocacy Institute (AI) working definition

"গণ-এ্যাডভোকেসী হচ্ছে, একটি পরিকল্পিত এবং সংগঠিত কতগুলো কাজের সমষ্টি যা গণ-নীতি (Public policies) সমূহকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করে এবং এগুলো এমনভাবে বাস্তবায়ন করা হয় যার ফলে অসহায়দের ক্ষমতায়ন করা যায়। একটি উদার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে, ইহা গণতন্ত্র উপকরণ সমূহের (Instruments) ব্যবহার করে এবং অহিংসা ও সাংবিধানিক পথ অবলম্বন করে।"

- National Centre for Advocacy Studies, পুনে, ভারত

"যারা নীতি নির্ধারণ করেন তাদের প্রভাবিত করার সুচিন্তিত প্রক্রিয়াই হচ্ছে এ্যাডভোকেসী।"

-Care International

এ্যাডভোকেসীকে সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে মনে করা হয় (Session - 6 এর good governance এর উপর আলোচনা দেখুন)। ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের ধারণা কিছু সহায়ক শর্ত চিহ্নিত করেছে যেগুলোকে সমাজে সুশাসনের মাত্রা নিরূপণের জন্য সূচক হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই শর্তগুলো কিছু স্থিতিমাপক সমূহের ব্যাখ্যা দেয় (Parameters) যার মধ্যে থেকে পাবলিক এবং ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ পরিচালনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, তেমন একটি পরিমাপের একক হল একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ এই পরিমাপের একক গুলো অনুসরণ করছে কি করছে না তা পর্যালোচনা করার অধিকার একটি দেশের নাগরিক হিসেবে সাধারণ মানুষের সুযোগ থাকে। এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য উন্নয়ন অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচকে গুরুত্ব দেয়া হয়। যদি জনগণ নিশ্চিত হয় যে, আর্দশ পরিমাপের একক অনুসারে পাবলিক এবং ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক ভাবে তাদের করণীয় কার্য্য সম্পাদন করছে না তখন তারা তার প্রতিবাদ করতে পারবে এবং তা কার্যকরভাবে শোনা হবে। অন্যথায়, তারা একটি এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ শুরু করতে পারে। অতএব সুশাসন, অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ এবং এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ্যাডভোকেসী বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে ও আমরা অতিরিক্ত নিহিতার্থ লাভ করতে পারি ঃ

"এ্যাডভোকেসী হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতি ও সম্পদ বন্টনের সিদ্ধান্তসহ ফলাফলকে প্রভাবিত করার একটি প্রচেষ্টা - যা মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে।" এ্যাডভোকেসী বৈচিত্র্যতার অভিজ্ঞতার এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ্যাডভোকেসীর অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষিতের বিবেচনা করে এ্যাডভোকেসী ইনষ্টিটিউট স্বীকৃতি দেয় যে, এ্যাডভোকেসীর জন্য একক কোন এ্যাপ্রোচ নেই। যে পদ্ধতিসমূহ সংগঠক বা অর্থ বিনিয়োগকারীরা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন তার মূল্য দিতে হবে এবং এ্যাডভোকেসী ব্যবহারকারীদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

"গণ এ্যাডভোকেসী হচ্ছে, একটি পরিকল্পিত এবং সংগঠিত কাজের সমষ্টি যা গণ নীতি সমূহকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করে এবং এগুলো এমনভাবে বাস্তবায়ন করে যার ফলে প্রান্তিকদের ক্ষমতায়ন করা হয়। একটি উদার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে, ইহা গণতন্ত্রের উপকরণ সমূহের (Instruments) ব্যবহার করে এবং অহিংস ও সাংবিধানিক পথ অবলম্বন করে। (NCAS) এই সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে, NCAS একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে এ্যাডভোকেসী এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি পরিস্কার সম্পর্ক চিহ্নিত করে। NCAS এর যুক্তি এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ সেতুবন্ধন, প্রতিরোধ, নিযুক্তকরণ এবং কৌশলপ্রণয়নের কেন্দ্রে অবশ্যই থাকবে। সর্বোপরি, উদ্যোগটি এমন একটি শক্তি সৃজনে সমর্থ হতে হবে যা পদ্ধতির মধ্যে অবস্থান নিয়ে একটি গরিব-বান্ধব নীতি প্রবর্তন করবে। "যারা নীতি নির্ধারণ করেন তাদের প্রভাবিত করার সুচিন্তিত প্রক্রিয়া হচ্ছে এ্যাডভোকেসী।"

সংজ্ঞায় ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলোকেও কেয়ার নিম্নোক্তরূপে সংজ্ঞায়িত করেছেঃ

– এ্যাডভোকেসী হচ্ছে একটি সুচিন্তিত প্রক্রিয়া ঃ এটা অবশ্যই পরিস্কার হতে হবে যে, আপনি কাদেরকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করছেন এবং কোন নীতিগুলো আপনি পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন।

– যারা নীতি নির্ধারণ করেন এ্যাডভোকেসী তাদের প্রভাবিত করেঃ এটা সরকারের প্রতি "সংঘর্ষমূলক এবং উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করা'র মত নয়।

– যারা নীতি নির্ধারণ করে এ্যাডভোকেসী তাদের প্রভাবিত করেঃ সরকারী নীতি নির্ধারকদের জন্য এ্যাডভোকেসী সীমাবদ্ধ নয়। বেসরকারী পর্যায় অথবা সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দরা ও তাদের নিজস্ব পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করে থাকেন।

সংজ্ঞা ও সংজ্ঞাসমূহের নিহিতার্থের যুগপৎ সন্নিবেশনঃ

এই সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে এ্যাডভোকেসীর মূলনীতি সমূহের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে ঃ

এ্যাডভোকেসী হলঃ

- প্রাসঙ্গিক বাস্তবতার আলোকে পরিকল্পিত, সংগঠিত এবং যৌক্তিক কার্যাবলী।
- একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোন চরম গুরূত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরা হয় যা সৃষ্ট বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপেক্ষা করা হয়।
- মানব অধিকার ভিত্তিক ও সংবিধান কাঠামো অনুসারে 'কি হওয়া উচিত' এমন সংকল্পিত/সংকল্পবদ্ধ স্বপ্ন সম্বলিত কর্মোদ্যোগ।
- একটি সুন্দর ও সভ্য সমাজ অর্জনের জন্য গরীব ও প্রান্তিক ব্যক্তিবর্গের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করার একটি প্রক্রিয়া।
- যুক্তিযুক্ত বক্তব্যকে অগ্রবর্তী করার একটি প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আইন এবং গণ নীতি (পাবলিক পলিসি) প্রণয়ন, পাশ/অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে নিয়োজিত জনপ্রতিনিধিদের প্রভাবিত করা যাতে করে আজকের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ বাস্তবতায় রূপ নিতে পারে।
- একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যদিও আদর্শগত দিক দিয়ে এটা দলীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের উদ্বুদ্ধ করার একটা যৌথ প্রচেষ্টা ; এবং
- সরকারকে দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ করার একটা যৌথ প্রচেষ্টা ; এবং
- এ্যাডভোকেসী হচ্ছে দারিদ্র এবং বঞ্চনার নীতিগত (Policy) কারণসমূহের প্রতি মনোনিবেশ (Address) করার একটি কৌশলবিশেষ। তাই, এ্যাডভোকেসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত পরিস্কার এবং আবেদনমূলক (Compelling) বার্তার মাধ্যমে নীতিনির্ধারকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা।

৫.২ এ্যাডভোকেসীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অধুনা দারিদ্র্য দুরীকরণ প্রায় সকল উন্নয়ন এজেন্সীগুলোর প্রধান আলোচ্য বিষয়। যদিও কয়েক দশক ধরে এটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে আসছে, বিশাল বিনিয়োগ গ্রহণ সত্ত্বেও, অনেক স্থানে দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলে বেড়েই চলেছে। উন্নয়নের চাহিদা ভিত্তিক এ্যাপ্রোচসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু এই পরিবর্তনকে স্থায়ী করে রাখা সকলের কাছে একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন পেশাজীবিরা এখন উপলব্ধি করতে পারছেন যে, এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য একটি সমাধান নবধারার দরকার। দারিদ্র্যরা হতে পারে জনগণের পক্ষে নীতিগত সিদ্ধান্ত সমুহকে প্রভাবিত করে স্থায়ীত্বশীল পরিবর্তন আনয়ন প্রচেষ্টার একটি অংশ।

আমরা এই অভিমতে কিভাবে পৌঁছলাম? উন্নয়ন কর্মীরা সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমাগত অনুধাবন করতে পারছে যে সরকারী (রাষ্ট্র) ও বেসরকারী (বাজার সিভিল সোসাইটি) জীবন ধারায় নিয়োজিত বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ বা শক্তিসমূহ যারা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং যারা তাদের নীতি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সুচিন্তিতভাবে কিংবা অজ্ঞাতে প্রবল নিরাপত্তাহীনতা (খাদ্য, জীবিকা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে) সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। অতএব সিদ্ধান্ত হল যে, প্রভাবশালী প্রভাবক শক্তিসমূহের নীতি এবং রীতি আচার পরিবর্তনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ফল অর্জন করা যায়। যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের নিরাপত্তাহীনতা লাঘব করাই হল এ্যাডভোকেসী উদ্যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যখন এই ধরনের উদ্যোগ পরিবার স্তরে না হয়ে তার উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের ও বাস্তবায়নকারীদের লক্ষ্যবস্তু করে তখন তার শিখর কিন্তু জনগণের মাঝেই অর্থাৎ প্রান্তিক জনমানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এবং অধিপরামর্শকারীদের **(Advocates)** মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রোথিত থাকবে। এ ধরনের উদ্যোগ ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজের সত্যিকারের / আসল মানের কাছে বিশ্বস্থ থাকবে। অতএব, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম ঃ

- সামাজিক ন্যায় বিচার প্রাপ্তি সহজতর করা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বঞ্চিত জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে কিংবা তাদের হয়ে কথা বলার মাধ্যমে ।
- গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রভাবে জনগণ ও এইসব প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্কের পরিবর্তন যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিবর্তন ঘটায় ।
- জনগণের জীবনে স্বচ্ছ উন্নয়ন আনয়ন ।

এই প্রেক্ষিতে এ্যাডভোকেসী সংক্রান্ত উদ্যোগ সমূহ সাধারণভাবে বঞ্চিত জনগণের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট এবং জনকল্যাণে সক্রিয় থাকে। এইগুলো জনগোষ্ঠির সুবিধা বঞ্চিত অংশের কল্যাণ সম্প্রসারণে মনযোগ নিবদ্ধ করে। প্রচলিত সামাজিক - রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যাদের ক্ষমতা ও কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও দুর্বল তাদের ভাগ্যোন্নয়নে গণ নীতিকে নতুন ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন করার উদ্দেশ্যে গণ-সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহকে অগ্রবর্তী করার মানসে এ্যাডভোকেসী গণমাধ্যম, ফোরাম ও একাধিক পদ্ধতির ব্যবহারে প্রয়াসী থাকে। সুতরাং এ্যাডভোকেসী উদ্দ্যোগ নিম্নলিখিত দফাসমূহ ধারণায় রেখে শুরু হওয়া উচিত ঃ

- দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কারণসমূহ পরিবার এবং অন্যান্য একাধিক পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকেই জাত। এটি শুধুমাত্র দারিদ্র্যের 'অলসতা' 'জনস্ফীতির প্রবণতা' ছোটখাট কর্মকর্তাদের দূর্নীতি অথবা অনুরূপ একগুচ্ছ কৈফিয়ত যা ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত তারা দায়ভার গ্রহণ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে ব্যবহার করে থাকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের অনুসৃত নীতি এবং আচরণ সমূহ এরূপ দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত। অন্য কথায় এটি স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের শুভেচ্ছার জন্য নয় বরং তাদের অন্যান্য কার্যক্রমই বিশ্বে বিরাজমান ভয়াবহ দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কারণ ।
- শুধু বর্তমান সরকারই নয়, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাবক শক্তিসমূহ ও মানবিক নিরাপত্তাহীনতা ও মানবিক অধিকার লংঘনে ভূমিকা/অবদান রাখে ।
- নীতিগত কারণ বা উদ্দেশ্যকে বহুবিধ কারণ বা উদ্দেশ্য সমূহকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে এমন সব ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচীগত কৌশলগুচ্ছই কাঙ্ক্ষিত ফল এনে দেবে।
- এটিও ধরে নেওয়া উচিত যে, প্রতিষ্ঠিত নীতি সমূহকে (যতদীর্ঘ দিনই সেগুলো বঞ্চিত থাকুক না কেন) অপরিবর্তনীয় না ধরে প্রান্তিকদের পরে নীতি সমূহের পরিবর্তন করা যায়। এ্যাডভোকেসী তাই স্পষ্টই নীতি সমূহ পরিবর্তনে সচেষ্ট থাকে।

উপরে বিবৃত ধারণা উপর ভিত্তি করে এ্যাডভোকেসীর কৌশল সমূহের জন্য আমরা তিনটি গুরুত্বারোপের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করতে পারি **(The '3 Ps')**

নীতি সমূহ **(Policies)** ঃ নীতি প্রণয়ন ও নীতি সংস্কার

অনুশীলন **(Practice)** ঃ নীতিসমূহ যথাযথভাবে কার্যকরী হচ্ছে তা নিশ্চিত করা

জনগণ **(People)** ঃ জনগণের ক্ষমতায়ন যাতে তারা অধিকার দাবী করতে পারে

এখানে অনুমানটি হল, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কারণগুলোর প্রতি মনোনিবেশ ঘটিয়ে, নীতি নির্ধারকসহ বাস্তবায়নকারীদের, আমলাদের সিদ্ধান্ত ও আচারণকে প্রভাবিত করে , বিশেষ করে এই প্রভাবের কাজটি যদি জনগণের দ্বারা সাধিত হয় তাহলে আমরা চূড়ান্ত ফলাফলের লক্ষ্যে কাজ করতে পারি যা জনগণের অধিকার পূরণের প্রসারন ঘটাবে, প্রান্তিকদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে বৃহৎ জনগোষ্ঠির উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলবে ।

৫.৩ কোনটি এ্যাডভোকেসী নয়

যখন সুশাসন এর ধারণাটি উন্নয়নের কেন্দ্র ভাগে প্রভাবশালী ভাবনা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, তখন এ্যাডভোকেসী প্রতিটি পর্যায়ে সুশাসনকে অগ্রগতি করার একটি উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সে যাই হোক, সুশাসনের ধারণাটি খুবই অস্পষ্ট (আবছা) এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এটার নির্দিষ্ট প্রয়োগ নীতি নির্ধারণ করা কষ্টকর হতে পারে। ফলে এ্যাডভোকেসী অর্থের ব্যাপকতা সমৃদ্ধ ধারণায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং কি এ্যাডভোকেসী নয় তা দেখানো খুবই জরুরী। নিম্নের বিষয়সমূহ ধারণাকে পরিষ্কার করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে ঃ

- **সম্প্রসারণ কার্যক্রম:** সকল প্রকার সম্প্রসারণ কার্যক্রম যা বিভিন্ন মূলভাবকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তা এ্যাডভোকেসী নয়। সম্প্রসারণ কার্যক্রম এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পর্কীত তথ্য সরবরাহ করা। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সমূহকে প্রভাবিত করার জন্য সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করা হয় কিন্তু নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তের জন্য নয় যা বহু জনকে একই সঙ্গে প্রভাবিত করে।

- **তথ্য, শিক্ষ্য এবং যোগাযোগ (IEC) ঃ (IEC)** আই,ই,সি জনগণের ব্যক্তিগত পর্যায়ে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আচরণ পরিবর্তনের জন্য পরিচালিত হয়। যেমন, পায়খানা স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য, কনডম ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে যদি কিনা ইহা হেলথ সেক্টরের অধিনে হয়ে থাকে। যাই হোক, এ্যাডভোকেসী এই ধরনের প্রচারাভিযান থেকে বড় কিছু। যেমন ; হেল্‌থ সেক্টরের জন্য আরো অধিক অর্থের জন্য অভিযান হল এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম (Al)।

- **সরকারকে কোন এক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবগত করান:** একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সাধারণ তথ্য বিনিময় এ্যাডভোকেসী নয় যদি এইটি সরকার কিংবা কোন বিভাগকে প্রভাবিত করার বৃহত্তর, পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত প্রয়াসের অংশ না হয়, যদি বিশ্লেষিত কোন কোন তথ্য সরকারের কোন এক বিশেষ সংস্থাকে কোন নির্দিষ্ট পলিসি উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে দেয়া হয় তবে এটা এ্যাডভোকেসী কার্যক্রমের একটি অংশ হতে পারে। যা হোক, নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন এ্যাডভোকেসীর ভিত্তি এবং এ ধরনের তথ্য বিনিময় এ্যাডভোকেসীর জন্য কার্যকর ভিত্তি হতে পারে।

- **কিছু প্রোগ্রাম সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি :** তথ্য বিতরণ করে কিছু প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সর্বসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি কাজ বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইট এর সচরাচর ব্যবহার হচ্ছে। এই ধরনের তথ্য প্রবাহ কোন এক বিশেষ ইস্যুতে মতামত প্রদানে আগ্রহী করতে প্রয়োজনীয়ভাবে সহায়ক নয়। এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করার অভিপ্রায়ে মিডিয়া/মাধ্যম ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। পার্থক্য হল এইখানে এ্যাডভোকেসীর জন্য তথ্য প্রবাহ হচ্ছে কোন এক বিশেষ ইস্যুর উপর আলোকপাত করা এবং উক্ত ইস্যুর উপর নিশ্চিত জনমত গঠনে সহায়তা প্রদান করা।

- **তহবিল উন্নয়ন :** কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা সংস্থার জন্য তহবিল গঠন এ্যাডভোকেসীর প্রাথমিক লক্ষ্য নয়। কখনও কখনও তহবিল মনজুরির সাথে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজন হয়। এই ধরনের এ্যাডভোকেসী কিছু সংস্থাকে পূর্বের চেয়ে অধিকতর তহবিল প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। অবশ্যই, এটা একটি অনাকাঙ্খিত পরিণতি মাত্র।

- **নজরদারীর ভূমিকা :** কোন দলের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং যে সমস্ত কাজ দলের জন্য নেতিবাচক পরিণতি ডেকে আনে তা প্রতিহত করার জন্য নজরদারীর **(Watchdog Role)** ভূমিকা পালন করা হয়। তবে কোন খারাপ কিছু ঘটার পর এ্যাডভোকেসী পরিচালিত হয়। **Watchdog Role** প্রাথমিকভাবে নিবৃত্তিমূলক **(Preventive)** ব্যবস্থা অন্য পক্ষে এ্যাডভোকেসী হচ্ছে আরোগ্য সহায়ক চিকিৎসা **(Curative)** ব্যবস্থা।

৫.৪ অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ ও এ্যাডভোকেসীর মধ্যে সম্পর্ক

উন্নয়নের অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ দারিদ্র্যের লক্ষণ **(Symtoms)** কিংবা বস্তুগত প্রয়োজন অপেক্ষা দারিদ্র্যের মূল কারণ এবং মানুষের মর্যাদার দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের উৎসাহিত করে। কারণ পৃথিবীতে অনেক মানুষ গরিব এবং বিভিন্নভাবে প্রান্তিক পর্যায়ে উপনীত। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন ম্যান্ডেড ও কার্যক্রম নিয়ে বিদ্যমান। তারা কোন না কোন উপায়ে দারিদ্র্য সৃষ্ট ভোগান্তি লাঘবের জন্য সেবা প্রদান করছে। তবে, ভোগান্তির মূল কারণ এখনো লাঘব হয়নি। ফলে আমাদের অনেকেই দারিদ্র্য ও প্রান্তিকিকরণকে জীবনের অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা হিসেবে আত্মসর্মপিত নিমিত্তে মেনে নিয়েছি ।

অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ কিন্তু আত্মসর্মপনকে প্রত্যাহার করে এবং আশু ত্রাণ হিসেবে কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের গুরুত্বকে অস্বীকার করে মূল কারণ উৎপাটনে সচেষ্ট থাকে। অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ এর মূল অভিঘাতসমূহ নিম্নরূপ:

ক) মানুষের জন্মগত অধিকার রয়েছে যা মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উচ্চারিত ও দেশীয় পর্যায়ে আইনে অনুদিত হয়েছে তা অনুধাবন করা ।

খ) যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ অথবা যে সকল দল সুবিধা বঞ্চিত তাদের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে কিন্তু প্রাথমিকভাবে ফোকাস তাদের বস্তুগত বঞ্চনার উপর না হয়ে তারা যে শোষন ও বৈষম্য ভোগ করে তার উপর হবে।

গ) তাদের ফোকাস করতে হবে সে সকল ইস্যুতে যা পূর্বে ধারণা করা হত তাদের নাগালের বাইরে যেহেতু সেগুলো ক্ষমতা এবং রাজনীতির সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্ক।

ঘ) অধিকার ধারকের (Rights-holders) ক্ষমতায়ন করতে হবে যেন তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে এবং দায়িত্ব-বহনকারীকে সমাধানের অংশ হতে উৎসাহিত করে।

ঙ) উন্নয়ন সংস্থাদের উৎসাহিত করতে হবে তারা যেন জনগণের কাছে স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ থাকেন উপকারী হিসেবে তারা যেন স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা এড়াতে না পারেন ।

চ) শুধু মাইক্রো লেভেলে (যেমন- ব্যক্তি, পরিবার, ছোট জনগোষ্ঠি ইত্যাদি) নয় উন্নয়ন ইন্টারভেনসন সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাধান্য দিতে হবে। এবং

ছ) সেইসব নীতি প্রণয়নকারী /বাস্তবায়নকারীদের দায়বদ্ধ করতে হবে যারা অন্যের প্রতি বিশেষ করে প্রান্তিক /দারিদ্র্যদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে না ।

৫.৫ এ্যাডভোকেসীর টুলস্

ঐতিহাসিকভাবে গণসমর্থনকে সংগঠিত ও নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করার জন্য গণ এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ নানা প্রকারের টুলস্ ব্যবহার করে। এ্যাডভোকেসী কাজে গণসমর্থন যেমন উপায়, তেমনি উদ্দেশ্য ও। এটি এই অর্থে উপায় যে যারা পরিবর্তন প্রত্যাশি তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ায় এবং এই অর্থে উদ্দেশ্য যে জনগণের অধিকার আদায়ের দায়ভার গ্রহণে ও সচেষ্ট হতে এটি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে ।

এ্যাডভোকেসী উদ্যোগসমূহের সচরাচর ব্যবহৃত টুলস্গুলো হচ্ছে ঃ গণমাধ্যম, বিচার ব্যবস্থা, দেনদরবার, নেটওয়ার্কিং, সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন, তথ্য সংগ্রহে অভির্গম্যতা, সমমনা দলের সঙ্গে কোয়ালিশন (সাময়িক মিলন), বাড়ী বাড়ী সচেতনতামূলক অভিযান, বিক্ষোভ প্রদর্শনার্থে গণমানুষের সমাবেশ এবং অসহযোগ আন্দোলন। এই সব টুলস্ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ব্যবহার পদ্ধতি এবং নির্বাচন কৌশল আছে। এ্যাডভোকেসী কার্যক্রমে উদ্যোগীদের এইসব প্রয়োজনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে (পান্ডিত ২০০১)।

এ্যাডভোকেসী সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংগ্রাম যা সহজে অর্জন যোগ্য নয়। সমাজে বিভিন্ন মাত্রার কায়েমী স্বার্থ রয়েছে। যখন কায়েমী স্বার্থের বিপক্ষ এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ প্রতিবাদী হয়ে উঠে, তখন একে বিপক্ষের বিভিন্ন পর্যায় থেকে সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়। সেজন্য, এ্যাডভোকেসী উদ্যোগের প্রয়োজন হয় বহু সংখ্যক প্রচলিত এবং নতুন ধারার টুলস্ ও দক্ষতা। এই পুস্তিকায় অনুমান প্রকাশিত লেখা থেকেই প্রচলিত টুলস্ পাওয়া সম্ভব। অধিকন্তু, দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে পরীক্ষিত অগ্রগণ্য টুলস্গুলো নিম্নরূপ ঃ

বাজেট বিশ্লেষণ ঃ

বাজেট বিশ্লেষণের সার্বিক পরিচিত ব্যবহার ১৯৮৫ সালে ভারতের গুজরাটে শুরু হয়। পরবর্তীতে, এই ধারণা সমস্ত ভারতে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বর্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলোতে জনগণ সরকারী বাজেট বিশ্লেষণে আগ্রহী, যাতে করে বাজারের বিভিন্ন গ্রুপ যেমন বাজেটকে প্রভাবিত করতে চায়, তেমনি দরিদ্রদের কল্যাণে বাজেট মেকানিজমকে পরিচালিত করতে সংশ্লিষ্টরা ও যেন জোরালো আওয়াজ তুলতে পারে ।

এ্যাডভোকেসী আপডেট (Advocacy Updates):

এ্যাডভোকেসী কেবল একটি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি এক ইস্যু থেকে অন্য ইস্যুতে কুন্ডলী আকারে আবর্তিত হয়ে পুনরায় পূর্বের ইস্যুতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্তর দিয়ে আসে। উদাহরণ স্বরূপ নেপালের চুক্তিভিত্তিক শ্রম ইস্যুটি এখন ঐ ইস্যু থেকে স্থানান্তরিত হয়ে চুক্তি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন এ্যাডভোকেসী গ্রুপ কাছাকাছি অঞ্চলে /দেশে কোথায় কারা কি করছে বা কি সম্পাদন করেছে সে সম্পর্কে পুরোপুরী ওয়াকিবহাল নয় তাই কোথায় কোন ইস্যুতে কি ঘটছে তার হাল নাগাদকরণ প্রয়োজন। এই ধরনের হালনাগাদকরণ পেশাগত দক্ষতাকে সমৃদ্ধ করে ও উৎসাহের যোগান দেয়। হালনাগাদকরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শিক্ষণ দক্ষিণ এশিয়ায় NCAS সারা ভারতে এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ সম্পর্কিত যে বিভিন্ন ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে তা ধারণ করে আপডেট প্রকাশ করে। অন্যান্য দেশ এবং গ্রুপ সমূহ এ ধরনের আপডেট প্রকাশের বিষয় বিবেচনা করতে পারে ।

গণমাধ্যম জরিপ (Media Survey) ঃ

নীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বের কারণে গণমাধ্যম যা ঐতিহাসিকভাবে (Fourth estate) বা সরকারের (Fourth arum) হিসেবে স্বীকৃত। স্পষ্টতই এ্যাডভোকেসী প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিপরামর্শদাতাদের (Advocates) অবশ্যই বাছাই ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে যেহেতু এটি কাজের একটি বিশেষ ক্ষেত্র সময়ক্ষেপণকারী। সুতরাং একজন ব্যক্তি অথবা একটি দল এ্যাডভোকেসী প্রচেষ্টায় গভীরভাবে নিয়োজিত অবস্থায় গণমাধ্যমগুলোর নিয়মিত মনিটোরিং প্রয়োজন যাতে তাদের ইস্যুসমূহ কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়, কখন কোথায় হস্তক্ষেপ করা যায় তা জানা যায় এবং গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর আওতায় বিভিন্ন ইস্যুকে শ্রেণীভুক্ত করতে অধিপরামর্শকগণ একটি গণমাধ্যম জরিপের আয়োজন করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, স্বাস্থ্য বিষয়ক ইস্যুর উপর অধিপরামর্শ দেন এমন এমন একটি প্রতিষ্ঠান ঐ বিষয়ের উপর ছয়টি প্রধান সংবাদ পত্রের একটি নিয়মিত গণমাধ্যম জরিপের আয়োজন করতে পারেন। এতে অধিপরামর্শদাতারা কতগুলো সংবাদপত্র স্বাস্থ্য বিষয়ক ইস্যুগুলোকে হাইলাইট করছে এবং প্রত্যেকে কি পরিমাণ অগ্রাধিকার দিচ্ছে তা জানতে পারবেন। এই জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করা যাবে ব্যাপক শ্রোতামন্ডলীর সহযোগিতার সাথে সহভাগিতা করা যাবে। NCAS নিয়মিত এই ধরনের জরিপের আয়োজন করে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে ফলাফল প্রকাশ করে ।

সামাজিক শক্তি বিশ্লেষণ (Social Force Analysis) ঃ

প্রত্যেক ইস্যুর ক্ষেত্রে এই ফলাফলের উপর সামাজিক শক্তি সমূহের অভিঘাতকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় ঃ পক্ষ, বিপক্ষ এবং নিরপেক্ষ গ্রুপ। পক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তি সমূহ সাধারণত তাদের নিজ নিজ অধিপরামর্শদের নিকট অনুগত/বিশ্বস্থ থাকে কিন্তু অধিকাংশই থাকে নিরপেক্ষ এবং কোন না কোনভাবে প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার প্রচ্ছন্ন শক্তি ধারণ করে। কোন একটি ইস্যুকে সীমাংসিত করার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ শক্তিকে পক্ষ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে প্রত্যেক অধিপরামর্শকের সচেষ্ট থাকা উচিত। অবশ্য এটি একটি সময় সাপেক্ষ বিষয় এবং নিরপেক্ষ শক্তি বিপক্ষ শক্তির দলে যোগ দিতে পারে। এটি ইস্যু এবং এ্যাডভোকেসীর উদ্যোগ হিসেবে গৃহীত কর্মকান্ডের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নিরপেক্ষ সামাজিক শক্তির গতি নিরীক্ষণ এবং এই শক্তি পক্ষ ও বিপক্ষ দলে ঝুঁকে পড়ছে কিনা তা জানা ন্যায়সম্মত। এটি সেমিনার, গণশুনানি এবং অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে করা সম্ভব।

সক্ষমতা তৈরী (Capacity Building) ঃ

সামর্থ্য তৈরী /সৃষ্টি সংক্রান্ত কর্মসূচী সরাসরিভাবে এ্যাডভোকেসী টুলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য সুশাসনের অগ্রগতির সাধন বিষয়ে যথেষ্ট সামর্থ্য তৈরী সংক্রান্ত কর্মসূচী এ্যাডভোকেসীর টুলস্ হিসেবে কাজ করে কারণ অপশাসন জানতঃ সবসময় ঘটেনা। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের অনেকগুলো স্থিতিমাপ বা চরিত্র নির্ধারক বৈশিষ্ট্য (Parameter) উপেক্ষিত থেকে যায়; এই পর্যায়ে কর্মরত সামর্থ্যের অভাব এর কারণ। যদি কোন একজন এই সমস্ত লোকদের সামর্থ্য তৈরী করে, এটা ধারণা করা যেতে পারে, তারা সুশাসনের জন্য নির্ধারিত আদর্শগুলো অনুসরণ শুরু করবে। তদুপরি সবসময় এ্যাডভোকেসী ধারণাটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। শ্রোতামন্ডলী ধারণাটির ব্যবহারে স্বস্তিবোধ না করেন তাতে কিছু যায় আসে না ।

৫.৬. ভূমিকাভিনয়ের দৃশ্যকল্প (Role play Scenario)

এই অভিনয়ের জন্য ৪ জন মানুষ প্রস্তুত করুন। তাদের মধ্যে তিনজন গ্রামবাসী এবং একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে কাজ করবে। উন্নয়ন কর্মী গ্রামে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রমের আলোচনা শুরু করেন। তারা নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য এবং সেনিটেশন এবং এধরনের কিছু নিয়ে গ্রামে আলোচনা করতে পারেন। গ্রামবাসীরা ভালভাবে বোঝবার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। এই কথোপকথন তিন মিনিট স্থায়ী হবে। এর পর প্রশিক্ষণ হলে করতালির মাধ্যমে তাদের থামান এবং নিজ আসনে ফিরে যেতে বলুন।

প্রক্রিয়া :

- গ্রামবাসীরা একটি আলোচনার জন্য প্রশিক্ষণ হলের কেন্দ্রে বসে আছেন। উন্নয়ন সহায়ক হতে শিক্ষা পাবার জন্য তাদের কাছে কলম এবং লেখার খাতা আছে।

- উন্নয়ন কর্মী একটু দেরী করে আসেন এবং তাদের সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তিনি গ্রামবাসীর সাথে একসাথে বসে এবং দিনের কার্যপ্রণালী শুরু করেন।

- তাদের মধ্যে কথোপকথন কিছুক্ষণ ধরে চলে। কথোপকথনের মাঝখানে গ্রামবাসীরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই ভূমিকাভিনয়ে সহায়কের (Facilitator) ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিটি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। গ্রামবাসী ও সহায়কবর্গ কাজের প্রক্রিয়া /গতিপথ কি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এটি কি এ্যাডভোকেসী প্রচেষ্টা - কেন/কেন নয় ?

অবশেষে ভূমিকাভিনয়ের শেষে এ সমস্ত এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোকপাতের পর আলোচনার ইতি টানা যেতে পারে। উন্নয়নের বর্তমান স্তরে, অনেক পেশাজীবি সবকিছুকেই এ্যাডভোকেসীর আওতাভুক্ত করতে চান। কিন্তু এটি সহায়ক নয়। মূল ইস্যু হল রাজনৈতিক ও আইনি ঘোষণা উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে সুশীল সমাজের মধ্যে মানবাধিকারের সংস্কৃতি বিকশিত করা। শিক্ষার সর্বস্তরে মানবাধিকার ধারণা অর্থপূর্ণ প্রচার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য চলতে থাকা প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এ্যাডভোকেসীর সাথে সম্পর্কিত করা যায়। (আরো দেখুন **RM 5.3**)

অধিবেশন - ৬
সুশাসনের সাথে এ্যাডভোকেসীর সম্পর্ক
Relation of Advocacy with Good Governance

সময় ঃ ২ ঘন্টা

অধিবেশনের সার্বিক উদ্দেশ্য:

এ্যাডভোকেসীকে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের একটি টুল হিসেবে বিবেচনা করে এর আলোকে এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ সনাক্ত করা।

অধিবেশনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ সনাক্ত করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে বিশ্লেষণ করা,
- এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে এ্যাডভোকেসীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনুচিন্তন।

কার্যাবলী	সময় (মিনিট)	
কাজ ৬.১ সুশাসনের ধারণা	১৫	(১৫)
কাজ ৬.২ স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতা সমূহ	৩০	(৪৫)
কাজ ৬.৩ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় চিহ্নিত করণে দলগত কাজ	৪৫	(৯০)
কাজ ৬.৪ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য সমূহ	৩০	(১২০)

পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- এটাও সুশাসন এবং সুশাসনকে লালন করার ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেসীর ভূমিকা বিষয়ে প্রক্ষেপণের/আলোকপাতের জন্য একটি ধারণামূলক অধিবেশন। এই অধিবেশনের সহায়কের অবশ্যই সুশাসন, বিশেষ করে স্থিতি মাপ/চরিত্র নির্ধারক বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। এই প্রদর্শনী শীটে প্রদত্ত বিষয়গুলো খুবই সংক্ষিপ্ত। এগুলো সহায়কের জন্য যথেষ্ট হবে না। তাই সুশাসনের উপর অন্যান্য লেখাপড়ার জন্য অনুরোধ করা হল ।
- সুশাসন বিষয়ে বিভিন্ন ভাষ্য এবং এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সম্পর্কে জানা ও প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, (ক) বিশ্বব্যাংকের ভাষ্য খ) উন্নত দেশ এবং গ) উন্নয়নশীল দেশ, যেমন- নেপাল এর থেকে আলাদা হবে এবং সে নিহিতার্থ টানা হবেও উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হবে।
- সুশাসন বিষয়ে বিমূর্ত/তত্ত্বগতভাবে বলতে পেরে আমরাও খুশী। তবে প্রশিক্ষণকালে প্রয়োগিক ও মাক্রো স্তরের উদ্যোগ বিষয়ে বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করা হবে যা স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের অগ্রগতি সাধনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- সুশাসনের প্রতিবন্ধকতা সনাক্তকরণে সহায়তা করার জন্য এই অধিবেশনে ছোট দলগত কাজ শুরু করার আগে RM 6.1 Handout এর কপি আগাম তৈরী করে বিতরণ করা যেতে পারে ।

অধিবেশনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ঃ

রিসোর্স উপকরণ ৬.১ সুশাসন

রিসোর্স উপকরণ ৬.২ লিংকেজ ফ্রেইমওয়ার্ক -১,২, এবং ৩

অন্যান্য উপকরণসমূহ

সহায়কের জন্য পরামর্শ-৬
Suggestions for Facilitators

কাজ : ৬.১ সুশাসনের ধারণা

সময় ঃ ১৫ মিনিট

- বিষয়বস্তুর সাথে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় পারস্পরিকভাবে সক্রিয় হয়েই করা যেতে পারে। একটি প্রস্তাব হলে চকোলেট খেলা দিয়ে শুরু করা ।
  - প্রশিক্ষণ হলের কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার অর্ধেকের সমান বা তারও কম সংখ্যক ক্যান্ডি রাখুন যাতে অংশগ্রহণকারীদের সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। ক্যান্ডিগুলো এমন হবে যাতে ভাঙ্গা না যায় (যেমন-গোল, শক্ত, মিষ্টি)।
  - অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি হিসেবে দুজন স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করুন ।
  - অংশগ্রহণকারীদের খুশী করার জন্য তাদেরকে মিষ্টি বিতরণ করতে বলুন। তাদের বলুন যে এটি করতে তারা তিন মিনিট সময় পাবেন।
  - কিভাবে ক্যান্ডি বিতরণ করা হবে তা তাদের বলবেন না। শুধু তারা কিভাবে ক্যান্ডি বিতরণ করে তা পর্যবেক্ষণ করুন ।
  - তিন মিনিট শেষ হলে বিতরণের কাজ বন্ধ করে দিন ।

- বিতরণের কাজটি আলোচনায় নিয়ে আসুন। আপনি তাদের কাজটিকে শাসন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত / তুলনা করতে পারেন। আপনার আলোচনার জন্য সংকেত হতে পারে ক) প্রতিনিধি প্রয়োজন খ) সম্পদ বরাবরই সীমিত গ) আমাদের চারপাশের লোকজন কিন্তু অভিন্ন নয় ইত্যাদি। এই খেলা এবং আলোচনার জন্য ১০ মিনিটের বেশী ব্যয় করবেন না। এই অনুশীলনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা সুশাসন বিষয়টির পরিচয় পাবে ।

কাজ : ৬.২ সুশানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

সময় : ৩০ মিনিট

- **RM 6.1** (এ অর্থ ও প্যারামিটার) এ পাওয়া তিনটি স্লাইড উপস্থাপন করুন। তাদের বলুন যে অর্থ থেকে আমরা সুশাসনের বিষয়ে জানতে পারি। কিন্তু সমস্যা হল অনেক দিকে ঘাটতি রয়েছে। এখন তাদের বলুন যে আমরা প্রতিবন্ধকতা সমূহ চিহ্নিত করবো ঃ
- অংশগ্রহণকারীদের কাজ থেকে স্নো-বলিং (Snow-Balling) পদ্ধতি ব্যবহার করে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতা সমূহ সংগ্রহ করুন। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঃ
  - অংশগ্রহণকারীদের তাদের নিজ নিজ খাতায় সুশাসনের পাচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা লিখতে বলুন ।
  - সুজন পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের চেয়ার পরস্পরের দিকে ঘুরাতে এবং বিষয়ের উপর মতবিনিময় করে একটি তালিকা তৈরী করতে বলুন ।
  - চারজন অংশগ্রহণকারীদের তাদের চেয়ার গোল ঘুরাতে এবং বিষয়ের উপর মতবিনিময় করে প্রতিবন্ধকতার একটি তালিকা তৈরী করতে বলুন।
  - প্রতি চারজন অংশগ্রহণকারীদের এক একটি তালিকা পাওয়ার পর প্রতিটি দলকে বোর্ডে তাদের তালিকা লিখতে বলুন ।
  - পরিশেষে, বোর্ডে আপনি প্রতিবন্ধকতার একটি দীর্ঘ তালিকা পাবেন।
  - উপরের অনুশীলনটিতে প্রত্যেকটি ধাপের জন্য ৫ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না ।

কাজ : ৬.৩ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় চিহ্নিতকরণের দলীয় কাজ ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের চারটি ছোট দলে বিভক্ত করবেন। তাদেরকে কিছু সংখ্যক সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধক দিন (যদি আপনার বোর্ডে ২০টি প্রতিবন্ধক লিপিবদ্ধ থাকে, তবে প্রত্যেক গ্রুপকে ৫টি করে দিন)

- তাদেরকে ছোট দলে আলোচনা করতে বলুন এবং এই প্রতিবন্ধকসমূহ দূরীভূত করতে স্থানীয় উপায়সমূহ খুঁজে বের করতে বলুন। তাদের আবার বলুন যে, প্রতিবন্ধকসমূহ দূরীকরণের উপায়সমূহ সুনির্দিষ্ট এবং সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহারিক হতে হবে।

- সহায়ক সদস্যদের সমবেত করবেন এবং ছোটদলে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করবেন। এই দলীয় কাজের একটি ঝুঁকি হচ্ছে যে, ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় পর্যায়ে আবদ্ধ না থেকে বরং অধিকতর ভাবে বিশ্বের ধারণা এবং কার্যক্রম গুলো সম্পর্কে চিন্তা করে। তাদেরকে ছোট দলে পরিচালনা করবেন। এই দলবদ্ধ কাজ ৩০ মিনিট সময় ব্যাপি হবে। একই সাথে, তাদেরকে দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে একজন উপস্থাপক নির্বাচন করতে বলুন।

- সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সকল অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণ সভা কক্ষে ফিরে আসতে বলুন এবং প্রত্যেক দল থেকে ৫ মিনিট একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করতে বলুন ।

কাজ ৬.৪ সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো

সময়: ৩০ মিনিট

- **RM 6.1** এর অবশিষ্ট স্লাইডসমূহ উপস্থাপন করুন। যদি সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকে তবে এটির উপস্থাপনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং প্রতিটি ব্যাখ্যার ব্যাপ্তিতে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করুন ।
- প্রশ্ন করার জন্য কিছু সময় দিন। সুশাসন এবং এর কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আপনি নির্দেশনা হিসেবে অধিবেশনের **Handout** কে উল্লেখ করতে পারেন। আপনি উপস্থাপন সেট 6.1 **(Presentation Act 6.1)** হ্যান্ডআউট হিসেবে অধিবেশন শেষে বিতরণ করতে পারেন ।
- আপনি অধিবেশন শেষে লিংকেজ ফ্রেমওয়ার্ক **(RM 6.2)** এর হ্যান্ডআউট ও বিতরণ করতে পারেন। হ্যান্ডআউট চুম্বকাকারে সমগ্র অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরে। অবশ্য আপনি যদি কেবল সুশাসনের বৈশিষ্ট্যর উপর অধিকতর আলোকসম্পাত করতে চান, আপনি অধিবেশনকে দুইভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় ভাগে লিংকেজ ফ্রেমওয়ার্ক উপস্থাপনের বিষয় ভাবতে পারেন ।

প্রশ্ন করার এবং আলোচনার জন্য কিছু সময় দিন। আগাগোড়া আপনাকে এ্যাডভোকেসী উদ্যোগের সাথে উপস্থাপিত বিষয় সমূহকে সম্পর্কিত করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। আলোচনার সময় এবং উপসংহারে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ নিম্নবর্ণিত উপায়ে হাইলাইট করুন:

- এ্যাডভোকেসী এমন যে তা বদ্ধ শূন্য স্থানে /খালি জায়গায় পরিচালিত হয় না। এটি চলমান কর্মসূচীরই একটি অংশ। এটি সম্পূর্ণভাবে কোন নতুন ধারণা নয়। এটি অনেক দিন ধরেই পরিচালিত হচ্ছে। তবে কেবল সাম্প্রতিক সময়ে পারিভাষিক শব্দগুলোও এ্যাডভোকেসীর বিভিন্ন তত্ত্ব ও উপাদানের সংযোজন প্রাধান্য পেয়েছে।
- এভাবেই এ্যাডভোকেসী সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে। তবে সুশাসন ধারণার উন্মোচন করতে আমাদের সমর্থ হতে হবে এবং মাইক্রো পর্যায়ে প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবন্ধকতা সমূহ দেখতে হবে ।

এই অধিবেশনে যে স্বল্প পরিমাণ সম্বরণ/রসদ দেয়া হলো তা কিন্তু সামগ্রিকভাবে সুশাসন বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে সুশাসন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর জন্য বিশেষ প্রস্তাবনা

স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ করে সুশাসনের সমস্ত দিক সমূহকে আওতাভুক্ত করে এই অধিবেশনের পূণর্গঠন করতে হবে। RM 6.1 ও 6.2 এর অন্তর্গত উপকরণ সমূহ এই পূণর্গঠনের কাজে সাহায্য করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে এই সমস্ত হ্যান্ডআউট এর ফটোকপি উপস্থাপন যথাযথ বলে বিবেচিত হতে পারে।

অধিবেশন - ৬ এর জন্য সহায়ক উপকরণসমূহ
Resource Materials for Session - 6

৬.১ সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

সুশাসনের কথা বলার আগে শাসনের উপস্থিতি প্রয়োজন। সুতরাং এ দু'টি ধারণার বিশ্লেষণ আমাদের জন্য সহায়ক হবে। সহায়ক হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয় বিবৃত হইল ঃ

শাসনের অর্থ ঃ

ক) দেশের সকল পর্যায়ের গণ বিষয় সমূহ পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক, আর্থিক, বিচার বিষয়ক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার/অনুশীলন ;

খ) এটি একটি নিরপেক্ষ ধারণা যেহেতু সব ধরনের সরকারকে (একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি) শাসন করতে হয়, এমনকি একজন একনায়ক ও ভালো প্রশাসক হতে পারেন;

গ) সরকার পদ্ধতির জটিল প্রক্রিয়াকে নিদের্শ করে যা সরকারের সকল কার্যক্রমকে অধিভূক্ত করে ।

সুশাসনের অর্থ ঃ

যারা উন্নয়নের অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, তাদের কাছে সুশাসন হল সমগ্র জনগণের কল্যাণে সম্পদ ও গণবিষয় পরিচালনার জন্য একটি জনকেন্দ্রিক পন্থা যাতে প্রান্তিক মানুষের অধিকার সমগ্র প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হয়। যারা উন্নয়নের প্রয়োজন ভিত্তিক পদ্ধতির পর্যায়ে থেকে কাজ করেন তাদের জন্য এটি গণ সম্পদ পরিচালনার একটি পন্থা যাতে দরিদ্রদের প্রয়োজনের যতদুর সম্ভব যত্ন নেয়া যায়। যারা সমাজের বুকে ইতিমধ্যেই ক্ষমতাশালী তাদের জন্য এটি দেশ পরিচালনার একটা পন্থা যাতে সেখানে কোন ধরনে অভ্যুত্থান না ঘটে দরিদ্ররা 'নিয়ন্ত্রিত' থাকে এবং ক্ষমতাশালীদের অধিকার অসঙ্গতভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়ে।

সুশাসনের নির্ণায়ক/**Parameter** সমূহ
নিম্নোক্ত প্যারামিটারসমূহ সুশাসন ধারণা অন্তর্ভুক্ত ।

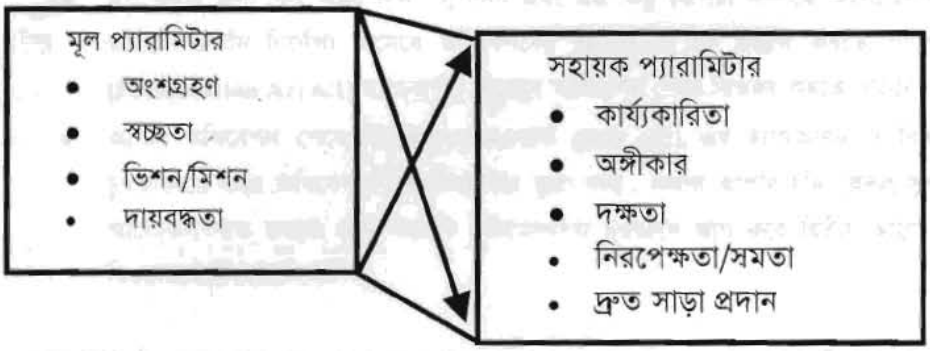

ভিশন/মিশন

অর্থঃ
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যা পূর্বের চিন্তাভাবনার ধারাবাহিকতা, পরিকল্পনা, উপলব্ধি এবং কর্মসূচী বিবেচনা করে (হয় বহাল রাখার জন্য নতুবা সংশোধন করার জন্য)।

ভিশনের বৈশিষ্ট্যঃ এই ভিশন/মিশন এর অভিসংযোজনে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

- পূর্বের দল, ব্যক্তি বা নেতৃত্ব কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিতকরণ।
- বর্তমান অগ্রাধিকার সমূহের মূল্যায়ন ।
- পূর্বের এবং বর্তমানের অগ্রাধিকারসমূহ পর্যালোচনা।
- প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে অর্থাৎ শিক্ষণ এবং অতীতের উপর বিনির্মাণ কিন্তু '০' (শূন্য) থেকে শুরু নয়।

অংশগ্রহণ ঃ

অর্থ ঃ যা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশগ্রহণ, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো অংশগ্রহণের স্তর /পর্যায় নির্ধারণ করে ।

- কার অংশগ্রহণ? পুরুষ, মহিলা, দলিত, গরীব, ভূমিহীন, উপজাতীয় দল, আদিবাসী জনগণ ইত্যাদি অথবা কেবল তারা যারা ক্ষমতাবান ।
- অংশগ্রহণের পর্যায় - এটি কি বাস্তব না নাম মাত্র ? অংশগ্রহণ কি কাগজে না বাস্তবে ? সুশাসনের প্রক্রিয়ায় বাস্তবে কে কথা বলতে পারে ? উদাহরণ স্বরূপ কিছু কিছু দেশে নারীরা সক্রিয়ভাবে সরকারী সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত হন কিন্তু বাস্তবে তাদের মত প্রকাশের কোন সুযোগ নেই ।
- অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য কি ? -সদস্য গণনার অনুশীলন ? শুধু শোনার জন্য অংশগ্রহণ ? কেবল কথা বলতে পারার জন্য অংশগ্রহণ ? সত্যিকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার জন্য অংশগ্রহণ ? গৃহীত সিদ্ধান্ত মনিটর করা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করার জন্য অংশগ্রহণ ? -ইত্যাদি
- অংশগ্রহণ আমরা কোথায় চাই ?-রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থায় কিংবা আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ? আমাদের সাথে কাজ করছে এরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ? কিংবা কেবল তত্ত্বে অথবা বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথায় ?

বর্তমান অংশগ্রহণ পর্যায়ের পর্যালোচনাঃ

অংশগ্রহণে সক্রিয় সাহায্যে করতে বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা প্রথম কাজ হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও নিম্নের প্রশ্নগুলো মনে রাখা দরকার ঃ

- বর্তমান অংশগ্রহণের অবস্থা কিরূপ ?
- যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা আছে ?
- কোন ফলিত অথবা অন্যান্য নিপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আছে কি ?
- নতুন সদস্য গ্রহণে / সংগ্রহে কি আমরা ক্ষমতা / অধিকার প্রাপ্ত ?
- যদি না হয়, আমরা কি করতে পারি ?
- উচ্চ পর্যায়ে সেমিনার, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কি এই ইস্যুটি বিনয়ের সাথে উত্থাপন করতে পারি ?
- আমরা কি অন্তত বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করতে ও ফলাফল জানতে পারি ?

জবাবদিহিতা-

অর্থ: জবাবদিহিতা হলো যা করতে হবে এবং যা এই পর্যন্ত করা হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য ।

নিম্নোক্ত চিত্রটি এটি উপস্থাপন করছে:

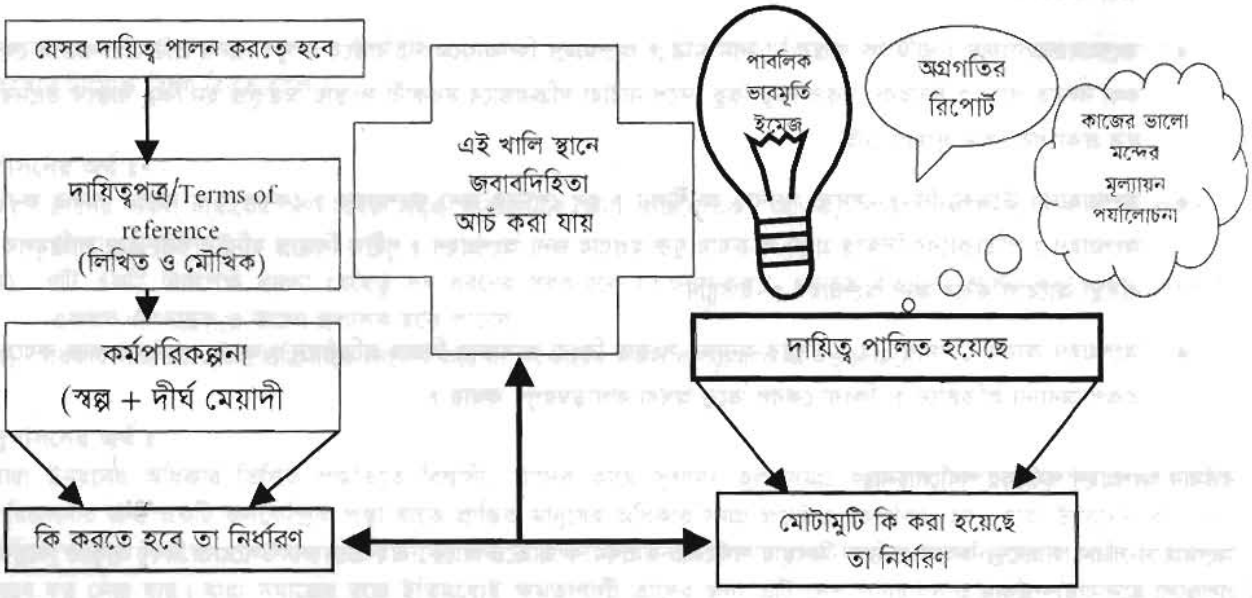

বৈশিষ্ট্য ঃ

জবাবদিহিতার যথার্থ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা কঠিন। তবে নিম্নের প্রশ্নসমূহ ঐ বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু সনাক্ত করতে সাহায্য করবে।

- জনগণ থেকে আমরা কি ধরনের মন্তব্য শুনি ? - আত্মকেন্দ্রিক, জ্যৈষ্ঠতা কেন্দ্রিক (Senior Centered), দেশ কেন্দ্রিক, জনগণ কেন্দ্রিক আনুগত্য কেন্দ্রিক।
- কারো বিদায়ের পর জনগণ কি ধরনের মন্তব্য করে? - সম্পূর্ণ নৈতিবাচক/নেতিবাচক/ইতিবাচক/খুব ইতিবাচক
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের বিদায় নেওয়ার পর আমরা কি প্রত্যাশা করি?

এটি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সুশাসনের প্রসারের জন্য কতিপয় উপ-স্থিতিস্থাপক (Sub-parameter) আছে। স্থানীয় পেক্ষাপটের ভিত্তিতে, অনেকগুলো উপ-স্থিতিমাপকে চিহ্নিত করা যায়।

দায়িত্ববোধঃ

গণ বিষয়ের জন্য দায়িত্ববোধের সঙ্গে এই উপ-স্থিতিমাপ সরাসরি সম্পর্কিত। জবাবদিহিতার সঙ্গে এটি overlap করে বা মিলে যায়। দায়বদ্ধতার কতিপয় বৈশিষ্ট নিম্নরূপঃ

- সময়ানুবর্তিতা হওয়ার স্তর - অফিসিয়াল সময়কাল, মিটিং, ওর্য়াকশপ ইত্যাদির জন্য প্রদত্ত সময়।
- লিখিত জবাবের স্তর - চিঠি, দরখাস্ত, ফিড ব্যাক ইত্যাদি।
- টেলিফোনে জবাবের অবস্থা -কথা বলার ইচ্ছা, কল ব্যাক, সৌজন্যমূলক কল ইত্যাদি।
- ই-মেইলে জবাবের অবস্থা - গ্রহণ, মেইলে প্রাপ্তি স্বীকার, জবাব দান।
- শ্রবণ স্তর - দক্ষতা, ইচ্ছা, জনগণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, ইত্যাদি।
- গ্রহণযোগ্যতার মান -যুক্তি, মতবিরোধ, অভিযোগ ইত্যাদি।
- প্রদত্ত বক্তব্যের প্রতি আন্তরিকতা -যুক্তিযুক্ত ভাবে উত্থাপিত বক্তব্যে।
- ব্যক্তিগত নীতির অবস্থান- উন্মুক্ত অথবা আবদ্ধ?

কার্যকারিতাঃ

অর্থ : এটি একটি তুলনামূলক প্রত্যয়/ধারণা। যদি তুল্য হওয়ার মত কিছু না থাকে তাহলে যে কোন ধরনের কাজই ভালো হতে পারে। কিন্তু বর্তমান জগৎ খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। তুলনা করার জন্য অনেক পদ্ধতি ও ধারণা আছে। যে কোন স্তরের মানুষ তুলনা করতে ও তদানুযায়ী সিদ্ধান্তে নিতে তৎপর। লক্ষ্যের কত কাছাকাছি আমরা পৌঁছেছি তার প্রধান একটা পরিমাপ হল কার্যকারীতা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন চলক সমূহ যেমন-সময়, ব্যয়, মান /গুণাগুণ, সহায়ক পরিবেশ এবং স্বস্তিদায়ক সম্পূর্ণ বিবেচনায় রাখতে হবে। নিম্নের প্রশ্নগুলো কিছুটা প্রঞ্জলতা হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কোন সংস্থার যদি অধিকাংশ প্রশ্নের জন্য নেতিবাচক উত্তর থাকে তাহলে সেই সংস্থাটি গুরুতর সংকটে আছে বুঝতে হবে।

- জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে আমরা কি অন্য সকলের চাইতে দ্রুত?
- আমরা কি সবচেয়ে কম খরচে সেবার যোগান দিতে পারি ?
- আমাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান কি সর্বোত্তম ?
- যে সব লোক আমাদের কাছে আসে তাদের কি আমরা সবচেয়ে বেশী সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ দিতে পারি?
- আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে কিংবা বজায় রাখতে জনগণ কি খুশি?

অঙ্গীকার :

অঙ্গীকার এবং কার্যকারীতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্থিতিমাপ/বিচারের মাপকাঠি। এগুলোকে প্রতিষ্ঠানিক এবং স্বতন্ত্র/নিজস্ব অঙ্গীকার হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। একটি সংস্থা পরিচালনার জন্য একজন ব্যক্তি দায়বদ্ধ। কাজেই স্বতন্ত্র অঙ্গীকারের যৌগিক/বিমিশ্র রূপ হল প্রতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার। নিম্নোক্ত সংকেত সমূহ অঙ্গীকার পরিমাপের ধারণা দেয় -

- আগের সিদ্ধান্ত , ভিশন, কৌশল এবং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অবস্থা
- আন্তরিকতার মাত্রা বলা এবং করার ব্যাপারে আন্তরিকতা
- বিভিন্ন ইস্যুর বিষয়ে আন্তরিক /সুগভীর আগ্রহ - দারিদ্র ,স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি
- আপোষের যুক্তি সমূহ - গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদির প্রতি অঙ্গিকার /প্রতিশ্রুতি
- সেবা বিতরণের অবস্থা : জনগণের কল্যাণে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা কি দিতে পারি ?
- আত্মাহুতি/ ব্যক্তিগত আহুতি/ আত্মবলিদান -অন্য অনেক মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা আমাদের সুবিধা কিংবা বিলাসীতার কিছু পরিমাপ কি ছেড়ে দিতে পারি ?
- আপোষের পর্যায়-সহজ/ অনাড়ম্বর, কর্মঠ এবং দরিদ্র মানুষের প্রতি সমবেদনাশীল হওয়ার জন্য আমরা কি পরিবারের সাথে আপোষ করতে পারি ?
- অন্যান্য স্বভাব/অভ্যাসে জড়িত হবার স্তর -আমরা কি সামাজিক,ধর্মীয় এবং জাতীয় অপকর্ম থেকে দূরে থাকতে পারি যাতে জনগণ আমাদের দায়ীত্বশীল মানুষ হিসেবে গণ্য করতে পারে ?

দক্ষতা :

আমরা যাতে কাজে কার্যকর হতে পারি সেজন্য এটি বিশিষ্ট/স্বতন্ত্র জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত স্থিতিমাপ/বিচারের মাপকাঠি। এই বিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা নতুন উদ্ভাবনমূলক, দ্রুত এবং বিস্ময়কর প্রযুক্তি পাচ্ছি। আমরা কি এসব পরিবর্তনের সংগে পরিচিত? এইসব উদ্ভাবনের সাথে নবীন প্রজন্ম ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছে। অন্যের কাজ থেকে শিখতে পারার মত শিক্ষণীয় মনোভাব কি আমাদের যথেষ্ট আছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কত দ্রুত ক্রিয়াশীল ? আমরা কতটুকু আমলাতান্ত্রিক ? ঐতিহ্যবাহী আমলাতান্ত্রিকতার কতখানি আমরা ধারণ করি ? এ সম্পর্কে জনগণ আমাদের কি বলে ? এই প্রশ্নগুলোই আমাদের দক্ষতাকে নির্দেশ করে।

লিংকেজ ফ্রেমওয়ার্ক / যোগসূত্র কাঠামো ঃ

যোগসূত্র কাঠামো -১

এ্যাডভোকেসীর উদ্যোগের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন অর্জন। অবশ্য শাসনের অবস্থার উন্নয়ন এবং এটিকে 'কল্যাণকর' করার বিষয়টি একটি প্রলম্বিত স্বপ্ন। একটি সংস্থা যতই নিবেদিত প্রাণ হোক না কেন ম্যাক্রো পর্যায়ে এই সাফল্য অর্জন করতে পারেনা। সুশাসনকে অগ্রবর্তী বা সক্রিয় করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সমাজে আর ও প্রভাব বিস্তারী শক্তির উপস্থিতি রয়েছে। এই কাঠামোর উদ্দেশ্য বাস্তবতাকে আপনাদের কাছে বোধগম্য করে তোলা ।

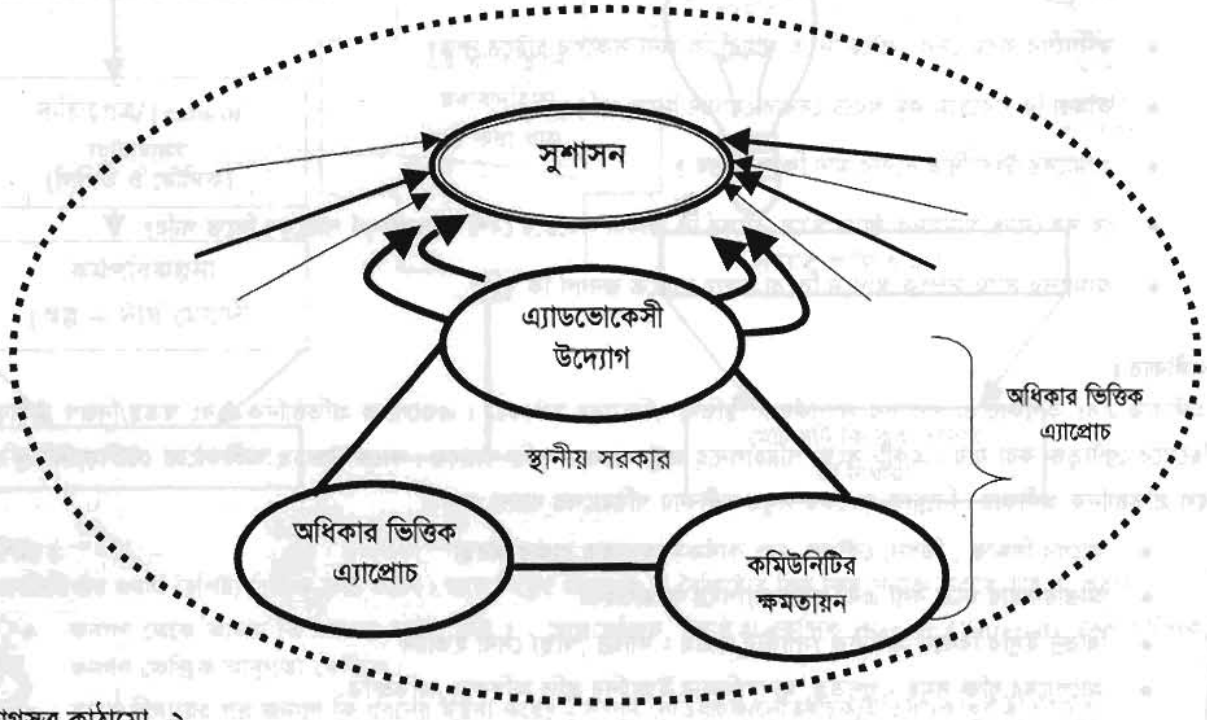

যোগসূত্র কাঠামো -২

প্রয়োজনীয় উপাদানের কেন্দ্রে যা দেখানো হয়েছে তা হলো আইনের বিধি-বিধান /আইনের শাসন। স্থায়ী এবং ধারাবাহিক আইনের শাসন ছাড়া জনগনের অধিকার নিশ্চিত করা যায় না। নিম্নোক্ত কাঠামোতে ধারণাটির প্রতিফল ঘটানো হয়েছে ঃ

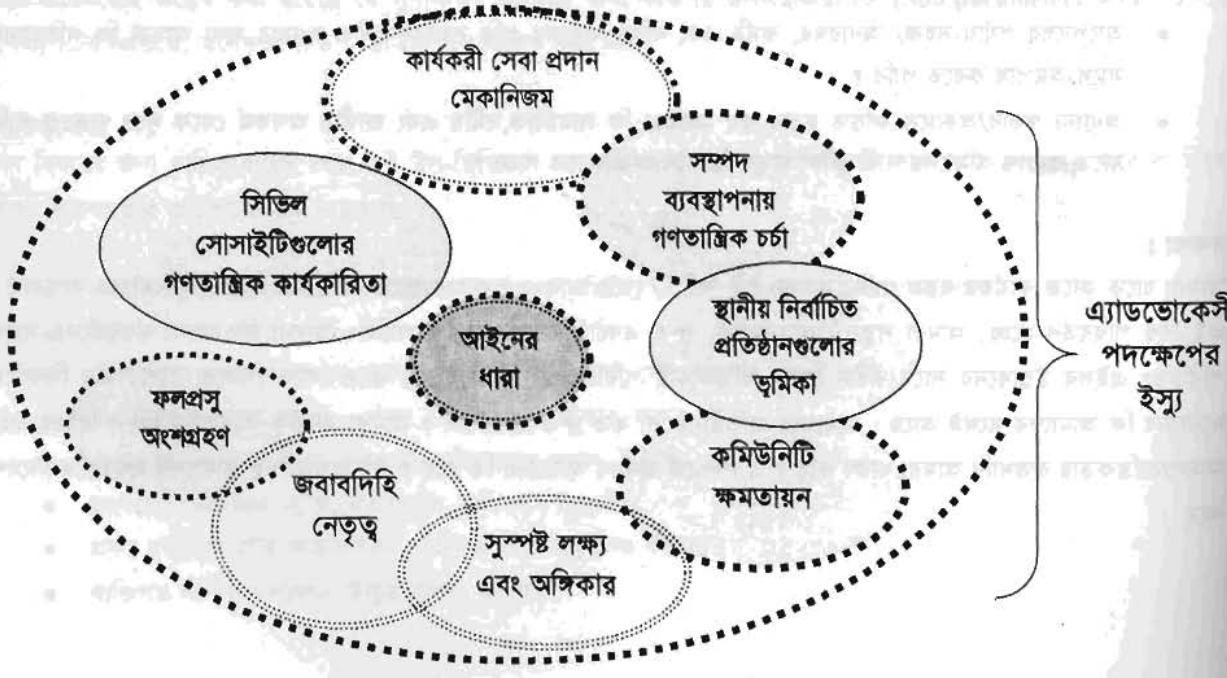

লিংকেজ ফ্রেমওয়ার্ক ৩

এই কাঠামো সম্প্রদায় /গোষ্ঠি পর্যায়ে সুশাসন অর্জনের পথে বিভিন্ন স্তরে কৌশল ও প্রভাব বিস্তারী শক্তিসমূহের যোগসূত্র প্রদর্শন করে ।

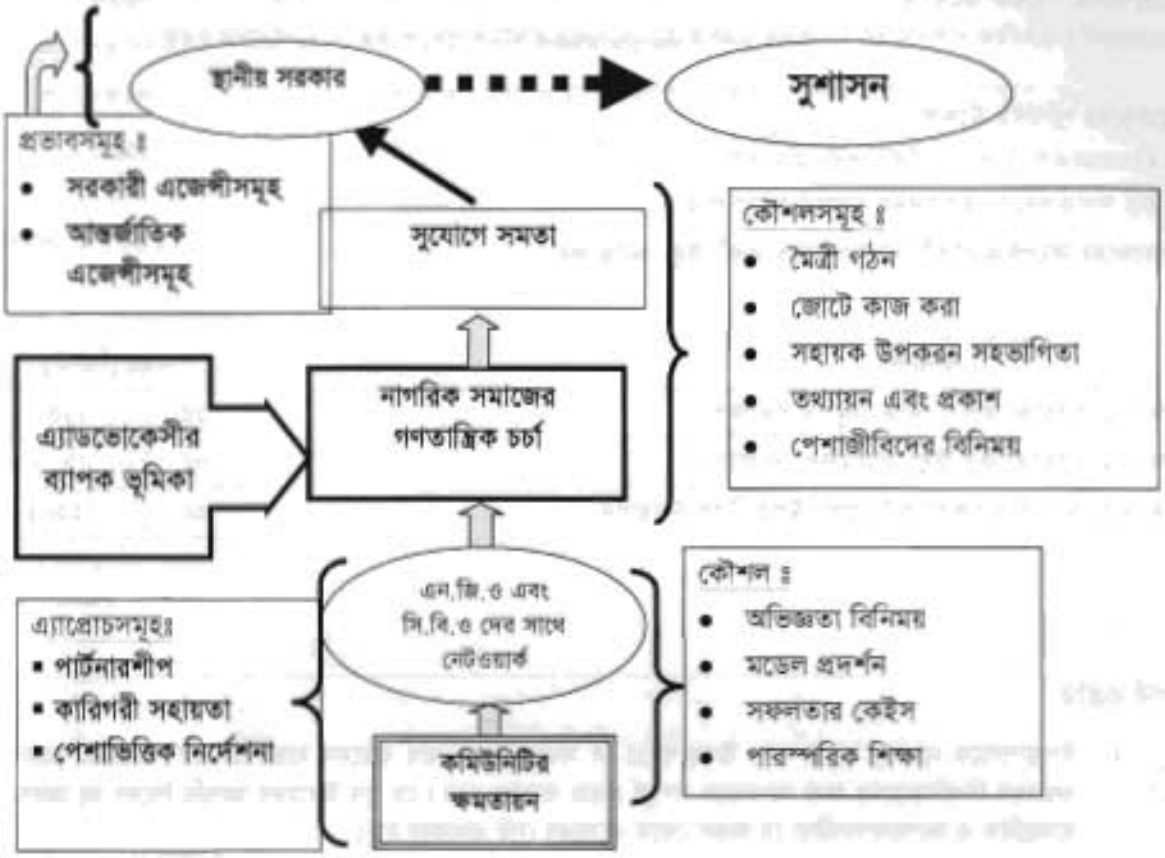

অতএব সুশাসনের স্বপ্ন অপরিহার্য কিন্তু এখানে পৌঁছানোর পথ এত সহজ নয়। সুশাসনের পথে অনেক স্তর ও কৌশল অতিক্রম করতে হয় । উচ্চ পর্যায়ের জন্য উপরোক্ত কাঠামোতে যে কৌশল সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো আরো বেশী চ্যালেঞ্জিং।

অধিবেশন ৭
এ্যাডভোকেসীর যৌক্তিক পদক্ষেপ ইস্যু চিহ্নিতকরণ ইস্যুবিশ্লেষন
Logical Steps of Advocacy - Identification and Analysis of Issues

অধিবেশনের সার্বিক উদ্দেশ্য : সময় : ২ঘন্টা

এ্যাডভোকেসীর প্রাথমিক ধাপসমূহের ধারণাগত এবং প্রয়োগিক/বাস্তব প্রাথমিক পদক্ষেপের সাথে পরিচিত হওয়া।

অধিবেশনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

- এ্যাডভোকেসী উদ্যোগের ভিত্তি পুনরাবৃত্তি করা।
- ইস্যু সনাক্তকরণের উপায়সমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ
- প্রজেক্টের আলোকে প্রতিটি বিভাগে অন্তত একটি ইস্যু সনাক্ত করা।

কার্যাবলী	সময় (মিনিট)	
কাজ ৭.১ এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে যৌগিক পদক্ষেপ	১৫	(১৫)
কাজ ৭.২ এ্যাডভোকেসী ইস্যু চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ	৭৫	(৯০)
কাজ ৭.৩ ইস্যু চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ উপর টিপস উপস্থাপন	৩০	(১২০)

পূর্ব প্রস্তুতি

- উপস্থাপনাকে প্রাণবন্ত করার জন্য উপস্থাপনায় যে সকল বিষয় যোগ করবেন বাস্তব উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে ওগুলোর বিশদিকরণের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। যে সব উদাহরণ আপনি দিবেন তা অবশ্যই ব্যবহারিক ও অংশগ্রহণকারীরা যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেই এলাকার হয়।
- যে সকল বুলেট (Bullets) উপস্থাপনা সীটে সন্নিবেশিত হয়েছে ওগুলো উপস্থাপনার জন্য মোটামুটি যথেষ্ট। তবে, একজনে সহায়ক হিসাবে এগুলো আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আপনাকে এই বিষয় সম্পর্কে কিছু সহায়ক প্রকাশনা/বই পড়তে হবে। আপনার কাছে অন্য প্রকাশনা না থাকলে এই প্রশিক্ষনের জন্য প্রণিত সহায়িকা আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।
- উপস্থাপনা কালে আপনি চাপিয়ে দেবার মনোবৃত্তি পরিহার করবেন। কিছু সংখ্যক অংশগ্রহণকারী হয়ত উপস্থাপিত কিছু কিছু বুলেটের উপর একমত নাও হতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি শুধু আপনার ধারণা সহভাগিতা (Share) করুন কিন্তু আপনার ধারণা তাদের উপর চাপাবেন না।

অধিবেশনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহঃ

সহায়ক উপকরণ	৭.১	এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ পরিকল্পনা ফ্রেমওয়ার্ক (Planning Framework)
সহায়ক উপকরণ	৭.২	নীতি বিশ্লেষণের সাধারণ বর্ণনা
সহায়ক উপকরণ	৭.৩	নীতিগত ইস্যু চিহ্নিতকরণের উদাহরণ
সহায়ক উপকরণ	৭.৪	মূল actors এবং পলিসি পরিবেশ চিহ্নিতকরণ
সহায়ক উপকরণ	৭.৫	নেপালের চুরিয়া পাহাড়ের জীবনজীবিকা ঃ একটি কেইস অনুসন্ধান (Study)
সহায়ক উপকরণ	৭.৬	CHT বন ও ভূমি অধিকারের উপর একটি কেইস স্টাডি

অন্যান্য উপকরণ

সহায়কের জন্য পরামর্শ-৭
Suggestions for Facilitators

কাজ ৭.১ এ্যাডভোকেসীর যৌক্তিক ধাপ সমূহ

সময় ১৫ মিনিট

শুরুতে সহায়ক বলতে পারেন যে এর আগে এ্যাডভোকেসীর পটভূমি বিষয়ে ধারণা তৈরীর উদ্দেশ্যে আমাদের আলোচনা প্রাথমিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই অধিবেশন থেকে সামনের দিকে সত্যিকার এ্যাডভোকেসী প্রক্রিয়ার উপর আর ও নিখুঁত/ নির্ভুলভাবে ওয়ার্কশপে ফোকাস করা হবে ।

- এ্যাডভোকেসী ফ্রেমওয়ার্কের যৌক্তিক পদক্ষেপ উপস্থাপন করা (RM 7.1)
- কেবল সহজ প্রশ্নের জন্য সময়, দিন, বলুন যে এই অধিবেশনের শেষে এবং অন্য অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা হবে ।

কাজ ৭.২ এ্যাডভোকেসী ইস্যু চিহ্নিতকরণ (দলগত কাজ)

সময় ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

এই উপস্থাপনের অব্যবহিত পরেই অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করুন। দুটি কেইস স্টডি (RM 7.5 & 7.6) বন্টন করুন। নিশ্চিত হউন যে নির্দিষ্ট করে একটি কেইস স্টাডি দু'দল এবং অন্য দু'দল অন্য কেইস স্টাডি নিয়ে কাজ করছে।

- কেইস স্টাডি শেষে লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে তাদের বলুন। ছোট গ্রুপ আলোচনার জন্য এবং আলোচনার ফলাফল উপস্থাপনের প্রস্তুতির জন্য এক ঘন্টা সময় দিন। তাদের স্মরণ করিয়ে দিন যে তাদেরকে একজন উপস্থাপক বাছাই করতে হবে এবং উপস্থাপনা হবে **Problem tree** ফরম্যাট অনুযায়ী। **Problem tree** তৈরী করার জন্য তাদের প্রদর্শনী শীট, মোটা কার্ড ব্যবহার করতে উৎসাহিত করুন।
- দলগত কাজ শেষে, ছোট ছোট দল গুলোকে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করতে বলুন। আবার কেবল ব্যাখ্যা মূলক প্রশ্ন করতে সুযোগ দিন।

কাজ ৭.৩ সংকেত / ইংগিত উপস্থাপন

সময় :৩০ মিনিট

- নীতিগত বিশ্লেষণের অন্যান্য উপ-পদক্ষেপ সমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করুন (RM 7.2,7.3 & 7.4)। অধিবেশনের সমাপিত মন্তব্য সম্বলিত উপস্থাপনার (RM 7.3 & 7.4) পর আপনি অধিবেশন শেষে করতে পারেন ।
- এখন প্রশ্ন ও আলোচনার ক্ষেত্রে উন্মোচন করুন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সময় আপনি নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উপর নিম্নোক্তভাবে হাইলাইট করতে পারেন ঃ

  - এটি একটি শিক্ষণ অধিবেশন। অতএব প্রস্তাবিত কেইস সমূহ শিক্ষনের হাতিয়ার / উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য আমাদের কাজের ক্ষেত্রের বাস্তবতায় এ্যাডভোকেসীর সত্যিকার ইস্যু সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য ব্যাপক কর্মশক্তি ও সংগতির প্রয়োজন। একাধিক আলোচনার প্রয়োজনও হতে পারে ।

  - ইস্যু বিশ্লেষণের তথ্য, নকশা, গতিপ্রকৃতি এবং মতামত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে যে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন তা এক ধরনের গবেষণা কর্মের মত। যে ধারণা বা অনুমান নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি তা পরিবর্তন করতে আমাদের ইচ্ছা থাকতে হবে কারণ বাস্তবে ইস্যুকে বুঝতে পারার পর কেইস সম্পর্কিত আমাদের ধারণা ভিন্ন হয়ে যেতে পারে।

এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে যা মনে রাখা বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এ্যাডভোকেসীর প্রাথমিক লক্ষ্য হল জনগণের ক্ষমতায়ন বিশেষ করে সেই জনগণের যারা ইস্যু কর্তৃক আক্রান্ত /প্রভাবিত/অতএব এই পদক্ষেপসমূহ অনুসরণকালে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত - কারণ এই ছাড়া এ্যাডভোকেসী হবে 'জনগণের জন্য' **(For the people)** জনগণের দ্বারা **(By the people)** নয়। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অ-অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি এ্যাডভোকেসীর ক্ষমতায়ন দিকটাকে উপেক্ষা করে এবং নীতিগত পরিবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্ভব হবে না যদিনা আক্রান্ত/প্রভাবিত জনগণ নিজেরাই প্রক্রিয়া সংঘটনকালে সক্রিয় না হয়।

সহায়ক উপকরণ -৭
Resource Materials for Session

৭.১ এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ পরিকল্পনা ফ্রেমওয়ার্ক (Planning Framework) ঃ

এ্যাডভোকেসী কৌশল পরিকল্পনা নিক থেকেই স্বাভাবিক প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে খুব একটা আলাদা নয়। তবে এ্যাডভোকেসী পরিকল্পনা শুরু করতে হয় ইস্যু সনাক্তকরণ দিয়ে এবং যে সকল টুলস্ ব্যবহৃত হবে সেগুলোকে কৌশলের উপযোগী করে দীর্ঘকাল ধরে কাঙ্ক্ষিত নীতি পরিবর্তনের সাবলীল প্রকাশ ঘটাবে। পরিকল্পনার স্বাভাবিক স্তরে **Programming** নীতিগত ইস্যুর প্রতি তেমন নজর দিতে পারে না। নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ সমূহ যৌক্তিক পদক্ষেপের সার-সংক্ষেপ প্রদান করে যা এ্যাডভোকেসী পরিকল্পনা ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় প্রয়োজনীয় ও সহায়ক।

উপরের পদক্ষেপ সমূহ বিস্তারিত, দীর্ঘ ও ঘোরালো মনে হতে পারে। এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ পরিকল্পনার জন্য সে পদক্ষেপসমূহ প্রয়োজন তা অনুসরণে তা অধিপরামর্শকরা ভীত হয়ে পরলে শুরু করতেই তারা ভয় পেয়ে যাবেন। তবে ইস্যু ভিত্তিক এ্যাডভোকেসী করার ক্ষেত্রে যে সব সংস্থা আগ্রহ দেখান সেসব সংস্থার (সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে) এ বিষয় সমূহের একটার পর একটা অনুসরণের ও কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু বিভিন্ন কর্মীদের দ্বারা এগুলো যুগপৎভাবে করা যায়।

৭.২ বিশ্লেষণের সাধারণ ধারণা ঃ

নীতির অর্থ ঃ

সরকার ব্যবসা অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত একটি সুসমৃদ্ধ পরিকল্পনা, কাজের প্রক্রিয়া অথবা হোক নিয়মাবলী (Regulation) যা সিদ্ধান্ত অথবা কর্মধারাকে প্রভাবিত-এবং নির্ধারিত করার জন্য গৃহীত হয়েছে ।

নীতিগত বিশ্লেষণের অর্থ ঃ

নীতিগত বিশ্লেষণ অর্থ (ক) বৈষম্য ও দারিদ্র্যের নীতিগত কারণ চিহ্নিতকরণ, খ) চিহ্নিত/নির্বাচিত নীতিসমূহ সম্পর্কে যে সকল প্রভাবশক্তি ও প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের চিহ্নিতকরণ এবং গ) কোথায় প্রভাব বিস্তারের কাজ শুরু করা যায় সেই অবস্থান খুঁজে বের করা এবং কোথায় সাফল্যের প্রত্যাশা করা যায় তার অবস্থান নিদের্শ করতে নীতিগত পরিবেশ বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

নীতিগত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

এ্যাডভোকেসীর উদ্যোগ শুরুর আগে নীতিসমূহ বিশ্লেষণের মূল কারণসমূহ /যুক্তিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- সমস্যা সমাধানে নৈপুণ্য/ শক্তি প্রয়োগের জন্য সমস্যাসমূহের অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন কেননা সমস্যার সম্যক উপলব্ধিই কেবল সমাধান এনে দিতে পারে ।
- নিবিড় কিংবা সামগ্রীকতাবাদী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা যেন দারিদ্র্যের নীতিগত মাত্রিকতাকে ভুলে না যাই।
- নীতি প্রণয়নকারী এবং বাস্তবায়নকারীদের কার্যক্রম যে জন কল্যাণকে প্রভাবিত করে এটি চেনা বা জানার বিষয়টি বৈষম্য ও দারিদ্র্যের নীতিগত কারণসমূহ বিশ্লেষণের পথ খুলে দেয় ।

৭.৩ নীতিগত ইস্যুর চিহ্নিতকরণ:

সাধারণত তিন 'ধরনে'র ইস্যুর প্রতি আমাদের নজর দেয়া দরকার ঃ

- নীতি (Policy) র অনুপস্থিতি
- অপর্যাপ্ত নীতি (Policy)
- নীতির (Policy) অনুপোযোগী বাস্তবায়ন

নিম্নের উদাহরণ ধারণাগত স্পষ্টতা দিতে সাহায্য করবে ।
নেপালে মেয়েদের শিক্ষা সমস্যার উদাহরণ ধরি। নীচের টেবিলে প্রদত্ত উদাহরণ দেখুন ঃ

সমস্যা: নেপালে মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমানভাবে সুযোগ পাচ্ছে না			
মূল প্রশ্ন	**বর্তমান অবস্থা**	**পলিসি ইস্যু**	**এ্যাডভোকেসী কৌশলের উপর ফোকাস**
বর্তমান নীতিমালা কি মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে?	না	সমান শিক্ষার সুযোগের জন্য শিক্ষা পলিসির অভাব	মেয়েদের শিক্ষার জন্য নতুন পলিসি প্রতিষ্ঠা করা
বর্তমান নীতিমালা কি মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে?	হ্যাঁ	অন্যান্য প্রতিকূল পলিসি যেটি মেয়েদের শিক্ষাকে বাঁধাগ্রস্থ করছে	ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার সমান সুযোগে যে পলিসিগুলো বাঁধাগ্রস্থ করছে সেগুলো পরিবর্তন করা
যে পলিসিগুলো মেয়েদের শিক্ষাকে উৎসাহিত / সক্রিয় সাহায্য করার কথা সেগুলো কি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?	না	দূর্বল নীতি বলবৎ করার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামো ও অঙ্গীকারের অভাব	যে পলিসিগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সমর্থন করে সেগুলো বলবৎ করা

৭.৪ নীতির পরিবেশ এবং মূল ভূমিকা পালনকারী actor চিহ্নিতকরণ: মূল ভূমিকা পালনকারী actor চিহ্নিতকরণ

একটি এ্যাডভোকেসী কৌশল উন্নয়ন করতে গেলে নীতি নির্ধারকদের সনাক্তকরণ এবং তাদের আগ্রহ বিশ্লেষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এগুলো সনাক্তকরণে নিম্নের প্রশ্নগুলো সাহায্য করবে ঃ

- যে সব নীতিগত ইস্যু আমরা চিহ্নিত করেছি, সেগুলো সম্পর্কে কে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ?
- নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্তকে কারা প্রভাবিত করতে পারে ?
- নীতি নির্ধারকরা এবং যারা তাদের প্রভাবিত করতে পারে এই ইস্যুতে কি তারা আগ্রহী ?
- তাদের কি ধরনের সম্পদ আছে?
- নীতিগত ইস্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা কোন অবস্থানে আছে।

নীতি গত পরিবেশ (Policy Environment) বিশ্লেষণঃ

নীতিগত ইস্যু বিশ্লেষণ একটি জটিল কাজ। এ বিশ্লেষণের অনেক উপাদান পূর্বাপর সম্বন্ধের প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে। এ্যাডভোকেসী গ্রুপদের এই পরিবেশ মূল্যায়নে ও সমর্থ হওয়া উচিত। এই বিশ্লেষণে নিম্নের প্রশ্নগুলো সাহায্য করতে পারে ।

- চিহ্নিত ইস্যু সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে জনগণ কি অংশগ্রহণ করতে পারে ? তাদের অংশগ্রহণ করার জন্য কি ধরণের উপায় বিদ্যমান ?
- চিহ্নিত নীতিগত ইস্যুর উপর প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ কোথায় তৈরি হয় এবং এ ধরনের সিদ্ধান্ত কে নিয়ন্ত্রণ করে ?
- চিহ্নিত নীতিগত ইস্যু কি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়ে থাকে ? এটা কি সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় ? এই ইস্যু সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রগুলো কি প্রায়ই হাইলাইট করছে ?
- চিহ্নিত নীতিগত ইস্যু কি সরকারের একটি অগ্রগণ্য বিষয় ? বর্তমান নিয়ম (Regulation) পরিবর্তন সাধন করার জন্য সরকারের কি পরিকল্পনা আছে ? এ সম্পর্কিত কোন নীতিমালা গত কয়েক বছরে অনুমোদন এবং বাতিল করা হয়েছে ?
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন সংগঠিত হতে পারে? সামনেই কি নির্বাচন? সনাক্তকৃত ইস্যুসমূহকে তারা কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে ?

Problem tree ফরম্যাটে কার্যকারণ সম্পর্ক দেখিয়ে সকল প্রশ্নের উত্তরগুলোকে সংক্ষেপিত করা যায়।। এধরনের সংক্ষিপ্ত সার নীতিগত পরিবেশ বিশ্লেষণের ফলাফলের দৃশ্যগত / চাক্ষুষ বর্ণনা দিতে পারে। নীতি পরিবর্তনের বিকল্প চিহ্নিতকরণের ভিত্তি এই বিশ্লেষণ তৈরী করে। নিম্নের উদাহরণ দেখুন ঃ

Identification of options for policy change

পলিসি ইস্যু	নীতি পরিবর্তনের অপশন সমূহ সনাক্তকরণ
শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের সমান সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্কুলসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন শিক্ষা পলিসি নেই	মেয়েরা যাতে সমান সুযোগ পেতে পারে সেই লক্ষ্যে স্কুল নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষা নীতি প্রস্তাব করুন।
সরকারী বিভাগগুলো তাদের অর্থের অনেকটা খরচ করে ভৌত কাঠামো তৈরীর জন্য কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাকে কম অগ্রাধিকার দেয়া হয়	ইতিমধ্যে যেসব সরকারী কর্মসূচীগুলোতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেগুলোকে উৎসাহিত করা

বিবেচ্য গুণনীয়ক/ফ্যাক্টরসমূহঃ

পরিশেষে, নীতিগত বিশ্লেষণ শেষ করার আগে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ বিবেচনা করা উচিত ঃ

- সম্ভাব্য কোন **Policy issue** টি সমস্যার উপর সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলবে ?
- এই ইস্যুর বিষয়ে কিছু না করা হলে কি ঘটবে ?
- কোন **Policy** সমাধান অর্জনযোগ্য কোনটি সম্ভাব্য ব্যয়সাপেক্ষ/সময় সাপেক্ষ ?
- কোন **Policy** সমাধানে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন সংগঠিত করতে হবে অথবা বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হবে ?
- এমন কোন কোন সমাধান আছে যা অন্যগুলো থেকে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ ? এসব ঝুঁকিগুলো কি হ্রাস করা যায়?
- কে মনোযোগ আকর্ষনের জন্য নীতিনির্ধারকদের নিকট **Policy Solution** উপস্থাপনের নেতৃত্ব নেবেন?
- কোন **Policy Solution** অর্জনে আপনার সংস্থা, আপনার অংশীদারগণ এই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থানে আছে ?

কিছু বিবেচ্য বিষয়ঃ

একটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয় হল অধিকাংশ এনজিও মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যবর্তী সংস্থা যারা একটি দেশের আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করে। আপনার যদি আন্তর্জাতিক সংস্থা হয় তাহলে কোন অঞ্চলে বা রাজ্যে কাজ করার জন্য আপনার জাতীয় সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি অথবা সরকারী আদেশের **(Official mandate)** দরকার হবে। এই আদেশ **(Mandate)** কিছু আইন বা চুক্তিপত্রের **(Memorandum of understandship)** উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত হয় যা আইনতঃ অবশ্যই পালনীয়। আপনার যদি দেশীয় সংস্থা হয় তাহলে আপনাকে আইনত প্রতিষ্ঠিত কিছু নিয়মাবলী **(rules of regulations)** অনুসরণ করতে হবে। এই পরিকাঠামোর বাইরে যাওয়ার অর্থই হল আপনি আপনার আইনগত অবস্থান হারাচ্ছেন। একই সঙ্গে অধিকার ভিত্তিক ইস্যু নিয়ে কাজ করার সঙ্গে দুর্ধষাগ্রস্থ বা ক্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন তৈরীর বিষয়টি জড়িত এবং অনিবার্যভাবেই যে গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে আপনি কাজ করছেন তাদের ঝুঁকিগ্রস্থ (শারীরিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি) করছেন। এই গোষ্ঠী সমূহ নিজেদের প্রতারিত মনে করতে পারে যদি আপনি তাদের একটি নিদিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে কিছু সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতার কারণে তাকে দেখাশুনার ভার তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। এই গুরুতর উভয় সংকট আপনাকে মোকাবিলা করতে হবে।

সুতরাং আপনাদের সকলেই যারা অধিকার ভিত্তিক এ্যাডভোকেসী ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট হতে চাই তাদের এই পর্যায়ে খুবই সর্তক থাকতে হবে। এই বিবেচনা সমূহকে ধারণা সমূহকে ধারণাই রেখে এ্যাডভোকেসী উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে নিম্নোক্ত উপাদান সমূহ অতি সর্তকতার সঙ্গে ভেবে আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি এ্যাডভোকেসী করবেন নাকি করবেন না ।

- এ্যাডভোকেসী আমাদের, আমাদের অংশীদারদের অথবা যে গোষ্ঠীর সংগে আমরা কাজ করছি তাদের ঝুঁকির (সংঘর্ষ, আমাদের অথবা যাদের ক্ষমতায়ন আমরা চাই তাদের ঝুঁকি, কম্যুনিটিতে বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো যেহেতু আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি না, রাষ্ট্র কর্তৃক এলাকা ছেড়ে যাওয়া ইত্যাদি) মুখোমুখি করতে পারে ? উদাহরণস্বরূপ সরকার আপনার সংস্থার চুক্তি নবায়ন না করার হুমকি দেয় কিংবা যে এনজিও এর সাথে আপনি কাজ করছেন তার স্বীকৃতি যদি বাতিল করে তাহলে ব্যক্তি এবং সংস্থা হিসেবে আপনার করণীয় কী বা আপনি কি করবেন ?
- পলিসি বিতর্কে জড়িত হবার এটা কি উপযুক্ত সময়? অন্যান্য বৃহত্তর সমস্যার মুখোমুখি দেশের অবস্থা আপনার এ্যাডভোকেসী কর্মে জড়িত হবার কারনে কি আরো সংকটাপন্ন হবে?
- আমাদের সংশ্লিষ্টতা কি সমস্যাকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাবে? কতিপয় ঘটনার নজির আছে সেখানে এ্যাডভোকেসী কর্মে কিছু সংস্থার সংশ্লিষ্টতা বাস্তবে প্রক্রিয়ার গুরুভার বহন করতে হয়েছে তাদের জন্য সমস্যার আরো অবনতি ঘটিয়েছে।

- সমস্যার কি আরো সমাধান আছে যা ভিন্ন প্রোগ্রামিং কৌশলে সংশ্লিষ্ট/ জড়িত করে যে প্রোগ্রামিং কৌশল সমূহ কম খরচ যুক্ত অথবা অধিকতর বাস্তব সম্মত /প্রয়োগিক কিংবা এ্যাডভোকেসী অপেক্ষা বেশী কৌশলগত ।

- উদ্দেশ্য সাধনে এ্যাডভোকেসী কৌশল দীর্ঘ সময় নেবে বিধায় কি সমস্যার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন ?

আমরা পেশাজীবি অধিপরামর্শক **(Professional Advocate)** কর্মী অধিপরামর্শক **(Activist Advocate)** এ দু'য়ের মধ্যে কী হিসেবে কাজ করবো সে বিষয়ে উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক বির্তক রয়েছে। পশ্চিমা দেশ সমূহে পেশাজীবি অধিপরামর্শকদের সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত তা হল যারা তাদের জন্য তারা কাজ করেন। যদিও এরূপ অধিপরামর্শক একটা নির্দিষ্ট ইস্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পছন্দ করতে পারেন যা তার কর্তব্য বহির্ভূত প্রান্তিকীকৃত দলের 'একজন হওয়া' **(Becoming one)** প্রশ্নের অবকাশ প্রায়ই নেই। অপর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ্যাডভোকেসী কর্মীরা মনে হয় স্পষ্টতই বিশ্বাস করেন যে যাদের তারা ক্ষমতায়ন চান তাদের সাথে সংহতি বজায় রেখে সত্যিকার অর্থেই কাজ করা উচিত। অর্থাৎ আর্থিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কহীন অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়ে তারা তাদের কাজের জন্য (অর্থ) পেতেও পারেন নাও পেতে পারেন। এ্যাডভোকেসীর দু'টি অর্থের মধ্যে ও এই পার্থক্যটুকু দেখা যেতে পারে একটি হল অন্যটির জন্য কথা বলা এবং অপরটি হল আওয়াজ যুক্ত করা **(Add voice)** কিংবা যারা প্রান্তিক এবং যাদের অধিকার পদদলিত হয়েছে তাদের আওয়াজ জোড়ালো করা ।

উন্নয়নশীল দেশে এ্যাডভোকেসীর ক্ষেত্রে পেশাগতভাবে কাজ করা অর্থ কি? যদি আমরা এ্যাডভোকেসীর নিছক কর্মী বৈশিষ্ট্য দিয়ে শুরু করি তাহলে ইতিপূর্বে তালিকা ভুক্ত উপাদানসমূহ বিবেচনার আর তাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা যাদের সাথে কাজ করি তাদের সাথে আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারি। কিন্তু আমাদের ভূমিকা কি হবে যখন আমরা এনজিও কিংবা এনজিও কর্তৃক নিয়োজিত হই এবং পরে পরে এ্যাডভোকেসীর কাজে জড়িয়ে পড়ি ? এই প্রশ্ন সমূহের উত্তর আমাদের জন্য আমাদের খুঁজতে হবে যাতে আমরা যা নই তাই যেন আমাদের ভান না করতে হয় এবং যে জনগণের জন্য আমরা কাজ করি তারা যেন আমাদের অবস্থান জানতে পারে ।

৭.৫ নেপালের চুরিয়া পাহাড়ের জীবন-জীবিকা ঃ একটি কেইস স্টাডি

ছোট ছোট পাহাড় ও কিছু ঝোপঝাড় বেষ্টিত এবং তস্কুর পার্বত্য এলাকা সমূহের এর নামই নেপালের চুরিয়া পাহাড় শ্রেণী। উত্তরের মধ্যবর্তী পর্বতমালা ও দক্ষিণের সমতল ভূমির মধ্যস্থলে এর অবস্থান। যদিও এটা খুব একটা প্রসস্থ অঞ্চল নয় কিন্তু পর্বত শ্রেণী বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত যা নেপালের পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৫০ সালের আগে এই এলাকা উত্তরাঞ্চলীয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় সমতল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। দুটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার মাঝখানের একটি ঝোপ-ঝাড় বেষ্টিত ভূমি ছিল। এই এলাকা থেকে উভয় পাশের জনগণ জ্বালানী কাঠ, ঘাস এবং অন্যান্য বনজ পণ্য সংগ্রহ করতে। উভয় পাশের গরু চরানোর জন্য ও এটি একটি ভাল এলাকা ছিল। তবে এই এলাকায় গ্রীষ্মের শুষ্কতা এবং তাপ দহতার জন্য জনগণ সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করত না।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের পর, বিশেষতঃ ১৯৬০ সালের পর পরিবর জনগণ উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলে আসা শুরু করে এবং বসতি স্থাপন করে। প্রথম দিকে মাত্র কিছু সংখ্যক পরিবার নিবাচিত এবং তুলনামূলক উর্বর অঞ্চলে বাস করছিল। সেখানে সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রেরও বেশি উপস্থিতি ছিলনা। তাই জনগণ তখন থেকেই বন পরিস্কার করে চাষাবাদ আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে এ ভাবে বসতি স্থাপন বাড়তে লাগল। ১৯৯৮ সালের মধ্যেই নেপালের প্রায় ১০% ভাগ (১০ লাখ) লোক এই অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলল। ফলে পর্বত শ্রেণীস্থিত গভীর বন এবং ঝোপ-ঝাড় খুব তাড়াতাড়ি নিধন হতে লাগল। নাজুক পর্বত শ্রেণীস্থিত বন উজারের ফলে নিকটবর্তী দক্ষিণের সমতল ভূমি বর্ষা মৌসুমে ভয়ানক ভাবে বন্যা কবলিত হয়ে পড়ল। চুরিয়া পার্বত্যাঞ্চলের দায়িত্ব প্রাপ্ত আইন বলবৎকারী সরকারী সংস্থা সমূহ দক্ষিণাঞ্চলীয় সমতল ভূমি অথবা মধ্য পাহাড়গুলোতে অবস্থান করছে। এই অঞ্চল এখনো উভয় দিক থেকে অবহেলিত। যাহোক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা যেমন : **GTZ,CARE Nepal, Helvetas** ইত্যাদি সরকারকে **Watershed** সংরক্ষণ, বন সংরক্ষণ, এই অঞ্চলের লোকদের জীবন-জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা করছে। এই সংস্থাসমূহের মধ্যে কিছু এখনো সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে কমিউনিটি ফরেষ্ট ধারণাটি, যা মধ্য ফরেষ্টে সাফল্য লাভ করেছে, গত কয়েক বৎসর আগে প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হয়নি।

অবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায় ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে যারা ২০ বৎসরের অধিক কাল যাবত ৮০% জমি চাষাবাদ করে আসছে সে সকল জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে তাদের নামে নিবন্ধকৃত হয়নি। প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত আইন অনুসারে যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে জমি নিবন্ধীকৃত করেনি তারা সকলেই অবৈধ বসবাসকারী/বসতিস্থাপনাকারী /অনিবন্ধীকৃত সমস্ত জমি বনভূমি নামে পরিচিত এবং এগুলো বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রচলিত আইন অনুসারে বন বিভাগ ইচ্ছা করলে তাদেরকে যে কোন সময় উচ্ছেদ করতে পারে যা অনিবন্ধীকৃত ভূমির উপর তারা বনায়নের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, উচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে না কারণ তারা ভোটার হিসাবে তালিকা ভূক্ত। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে বিবেচনা করেন।

অধিকন্তু উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের নামে বিভিন্ন সাহায্য প্রতিষ্ঠান তাদের যা কিছু প্রদান করে তারা তা গ্রহণ করে। এসব কিছুর অর্থই হল কমিউনিটির নিরাপত্তা বোধ নেই ফলে সামাজিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হতে তারা উৎসাহ বোধ করে না। উদাহরণস্বরূপ, এ অঞ্চলের প্রায় ৯০% ভাগ পরিবার কাঠের অস্থায়ী ঘর তৈরি করে কেননা, যেকোন সময় উচ্ছেদ হলে স্থানান্তরের জন্য এগুলো সহজতর। স্থানীয় জনগণ এবং সরকারসহ সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের অনিচ্ছার কারণে এই এলাকায় কোন স্কুল, রাস্তা, খাবার পানির উৎস, এবং কম্যুনিটি উন্নয়নের মত কোন অবকাঠামো গঠিত হয় নাই।

দলগত কাজের জন্য যে সকল প্রশ্ন তুলে ধরা হবে ঃ

- এই এলাকার সমস্যাগুলো কি কি? কোর (Core) সমস্যা কোন গুলো ? (অনেকগুলো সমস্যার মূল)
- এই ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন আনতে পারে এমন প্রভাবক শক্তি কারা
- জীবনের মান উন্নয়নের জন্য আপনি কোন সহায়ক নীতিমালা দেখেছেন কিনা?
- অসম্পূর্ণতা (Gaps) কোথায়?-নীতিগত অসম্পূর্ণতা, নীতি বাস্তবায়নগত অসম্পূর্ণতা এবং অন্যান্য।

৭.৬ পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বন ও ভূমি অধিকার বিষয়ক একটি কেইস স্টাডি[৪] ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) তিনটি জেলার সমন্নয়ে গঠিত খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি ইহা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত। উত্তরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশীক শাসকরা ১৮৬০ সালে CHT জেলা গঠন করে। সেই সময়ে এটা চট্টগ্রাম নামে একটি মাত্র জেলা ছিল। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে, CHT টির জেলাসমূহকে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান নামে তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃর্ণ অংশ পাহাড় ও বনভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। পশ্চিম অংশটি হচ্ছে উপত্যকা ভূমি। উত্তরের খাগড়াছড়ি প্রায়ই সমভূমি অঞ্চল। একই সময় কেন্দ্রস্থিত রাঙ্গামাটির অধিকাংশই কাপ্তাই হ্রদ দ্বারা আকীর্ণ ১৯৬০সালে একটি জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যার সৃষ্টি।

[৪] সুদত্ত বিকাশ চাকমা, কমিটি ফর দি প্রটেকশন অব ফরেস্ট ল্যান্ড রাইটস ইন সি. এইচ.টি. রাঙ্গামাটি হিল ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। "ফরেষ্ট এ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস অব ইন্ডেজিনাস পিপলস ইন দি সি.এইচ.টি: এ কেইস স্টাডি, প্রেজেন্ট্রড ইন দি রিজিওন্যাল প্লানিং ওয়ার্কশপ, চিটাগং, বাংলাদেশ, নভেম্বর ৩, ২০০৩

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খুমি, ম্রু, চাক, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখোয়া, লুসাই, খিয়াং এবং বম এই এগারটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি CHT এর অধিবাসী। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ছাড়া অন্য সম্প্রদায় সকল অংশে দেখা যায় না। তাছাড়া ছোট ছোট সম্প্রদায় যেমন; সাঁওতাল, নেপালি গুরখা ও অসমীয় প্রায় একশত বৎসর যাবত CHT অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। কিন্তু তাদের আদিবাসী সম্প্রদায় হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি নাই। প্রায় দেড় শতাব্দী পূর্বে বাঙালীরা CHT অঞ্চলে বসবাস করতে আসেন। ১৯৭০ সন পর্যন্ত এই সংখ্যা খুব কম ছিল যখন থেকে বাংলাদেশ সরকার মূল ভূখন্ড থেকে বাঙালীদের এনে এ অঞ্চলে পুনর্বাসন করাতে আরম্ভ করেছিল।

১৯৮৯ সালে, সরকার CHT অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী কম্যুনিটিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য স্থায়ীয় সরকার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেছিল। তৎপূর্বে এই তিন জেলার প্রশাসন ডেপুটি কমিশনারের (DC) নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকদের হাতে ছিল। এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে স্থানীয় সরকার কাউন্সিলগুলো (LGCs) এই প্রশাসন ব্যবস্থাপনা চালাতে খুবই কম ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

জন সংহতি সমিতি (JSS) এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর, CHT অঞ্চলে CHT আঞ্চলিক পরিষদ নামক আরেকটি প্রশাসনিক স্তর গঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসকরা CHT কে চাকমা বোমাং এবং মং সারকেলে বিভক্ত করে। একজন চাকমা চিফ (স্থানীয় ভাবে রাজা বলা হয়) প্রথম সার্কেলটি পরিচালনা করে এবং বাকি সার্কেল দু'টি মারমা চীফ (রাজা বলা হয়) দ্বারা পরিচালিত হয়। সার্কেল কে ভাগ করা হয়েছে মৌজায়-মৌজা হল ভূমি সংক্রান্ত আইন এবং নিয়মকানুন প্রয়োগের একক। মৌজার দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হেড্ম্যান বলা হয়। মৌজাকে আবার কতগুলো পাড়ার ভাগ করা হয়েছে, যার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারবারি বলা হয়। সমগ্র হেড্ম্যান এবং কারবারিগণ সার্কেল চিফের কাছে দায়বদ্ধ। এটা CHT অঞ্চলের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি, যা এমনকি এখনও আংশিকভাবে কার্যকর।

CHT এর বনসমূহের শ্রেণী বিভাগঃ

জুম এবং অন্যান্য চাষযোগ্য জমি ছাড়া বনজ সম্পদগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণ সুসংহত করার জন্য ১৮৭০ সালে বন বিভাগ (FD) গঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের ৫০ বছর পর ও বনবিভাগ প্রায় সেই একই বৈশিষ্ট্য এবং মনমানসিকতা দিয়ে CHT অঞ্চলে কাজ করছে। CHT এর বন সম্পদগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ক) সংরক্ষিত (Reserved) বনসমূহ, (RFs) ঃ এই ধরনের বনগুলো FD দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত, CHT এর সম্পূর্ণ ভূমির এক চতুর্থাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত, এধরনের ভূমির আয়তন ছিল ১৯৭৭.৪৩ কি.মি। খ) সুরক্ষিত বন (Protected Forest PF) ঃ এই শ্রেণীর বনবিভাগ (FD) ও জেলা প্রশাসন কতৃর্ক পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত। এই ধরণের ভূমি অন্য দুই শ্রেণীর ভূমি থেকে সমগ্র আয়তনের তুলনায় খুবই কম। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত পর পরিমাণ ছিল ৮৭.২১ বর্গ কি.মি. (প্রায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ১%) গ) অশ্রেণীভূক্ত বন (Unclassified State Forest USF) এই ধরণের সম্পূর্ণ ভূমিই জেলা প্রশাসনের অধীনে। জেলা প্রশাসনের অনুমতি ক্রমে জনগণ এই সব জমিতে জুম চাষ অথবা বন্দোবস্তি নিয়ে থাকে। তাছাড়া বর্তমানে রাবার চাষের জন্য জমি বন্দোবস্তি নেওয়া হয়। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত, এই জমির পরিমাণ ছিল ৬২১৫ বর্গ কি.মি.। স্থানীয় সরকার পরিষদ ১৯৮৯ সালে, ইহার প্রতিষ্ঠা কাল থেকে, রাবার চাষ প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়োজিত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বিভাগের বর্তমান কার্যক্রম

বন বিভাগ ১৯৯০ থেকে নতুন সংরক্ষিত বন সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা ১৯৯২ সালে থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে ৩০টি মৌজা, ২১৮০০০ একর জমি সংরক্ষিত বনের আওতায় আনা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিল। জনগণের ব্যবহৃত ভূমি সংরক্ষিত বনের অধীনে চলে যাওয়ার ফলে স্থানীয় জনগণ তাদের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হল এবং বনজ সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ হারাল। তারা বসতি স্থাপন করতে এই জমি জন্য আবেদন করেছে। এই জমি স্থানীয় জনসাধারণ ঐতিহ্য গত অধিকার অনুসারে ব্যবহার করে আসছিল। এসব জমিগুলো বসত ভিটা ছিল এবং এসব জমিতেই কাপ্তাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ বাঙালি এবং আদিবাসী উভয় সম্প্রদায়কেই পুনর্বাসন করা হয়েছিল।

পরিবেশে রক্ষণ এবং বনায়নের নামে স্থানীয় জনগণের জমি দখলের অভিপ্রায়ে বন বিভাগ বর্তমানে একটি নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে। এর কারণ হচ্ছে এসব জমিকে সংরক্ষিত বনের আওতায় নিয়ে নেওয়া। হিসাব করে দেখা গেছে, বাঙালি এবং আদিবাসী প্রায় দুই শত পঞ্চাশ হাজার মানুষ ছিন্ন মূল হয়ে সর্বহারা হয়ে পড়বে। এমনকি সীমাহীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। এই প্রক্রিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র প্রকট আকার ধারণ করবে।

সামরিকি করণে ভূমি অধিগ্রহণঃ

১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৯-৯১ সালে শুধু মাত্র বান্দরবান জেলাতেই, ৭০০ পরিবারের ৪০০০ আদিবাসী ও বাঙালিকে তাদের ফসলি এবং আবাদি জমি থেকে উৎখাত করে সামরিক বাহিনী প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের জন্য ১৬টি গ্রাম থেকে ১১৪৫০ একর জমি কেড়ে নেয়। তারা শুধু মাত্র অতি অল্প পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পেয়ে ছিল এবং পূনর্বাসনের জন্য কিছুই পায়নি। ১৯৯৯ সনে আবার, বান্দরবান জেলার অন্তর্গত বান্দরবান সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়ন থেকে ১৯০০০ একর, লামা উপজিলার ৫টি ইউনিয়ন থেকে ২৬০০০ একর এবং রুমা ইউনিয়ন থেকে ৯৫০০ একর, মোট ৫৪০০০ একর সামরিকীকরণের জন্য সরকারী অধিগ্রহণের আনা হয়।

সর্বশেষে, শতশত বছর ধরে আদিবাসী জনগণ **CHT** অঞ্চলে বসবাস করে আসলে ও এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে জমির অধিকার পাচ্ছেনা। মূলখন্ডের সরকার সন্তোষজনক ভাবে এই অধিকার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেবার কোন প্রকার সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না। **CHT** অঞ্চলে অনেক প্রশাসনিক কাঠামো এবং টায়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু কিছু টায়ারে আদিবাসী কম্যুনিটির নেতাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তবে, এই এলাকার আদিবাসী জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার পরে কোন টায়ারই কার্যকরভাবে কাজ করছে না। নিরাপত্তা রক্ষাই এখন মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সরকার ও আদিবাসী জনগণের মধ্যকার সংগ্রাম একটি দীর্ঘ সময় ধরে বয়ে চলছে।

- এই পার্বত্যাঞ্চলের সাধারণ সমস্যাগুলো কি ? প্রধান কোর (Core) সমস্যাগুলো (অনেকগুলো সমস্যার মূল)
- এই ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন আসতে পারে এমন প্রভাবক শক্তি কারা ?
- জীবন মান উন্নয়নের জন্য আপনি কোন সহায়ক নীতিমালা দেখেছেন কি? এই সমস্ত মানুষের জীবনমানকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন কোন নীতিমালা আপনি দেখেন কি?
- অসম্পূর্ণতা **(GAP)** কোথায় ? -নীতিগত অসম্পূর্ণতা, নীতি বাস্তবায়নগত অসম্পূর্ণতা এবং অন্যান্য।

অধিবেশন ৮
উন্মুক্ত অধিবেশন / Open session

সময় ঃ ১ ঘন্টা

দিনের শেষ সেশনকে একটি উন্মুক্ত সেশন হিসেবে রাখার পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। এ সেশনে বহিরাগত রিসোর্স ব্যক্তিদের সাথে অংশগ্রহণকারীদের মতবিনিময়, অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় অথবা স্বল্প সময়ের জন্য মাঠ পরিদর্শনের পরিকল্পনা নেয়া যায়। এটি হতে পারে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বাদ পরা বা হারানো অংশগুলো চর্চা এবং পরিপূরণের জন্য পরিচালিত একটি সেশন অথবা ক্লান্তিকর সেশনের পর মাঠ পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাময়িক বিরতি প্রদানের একটি সেশন অথবা যেকোন ধরণের প্রাসঙ্গিক একটি কার্যক্রম এ সেশনে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

এ ট্রেনিং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে হলে, এ সময়টি শপিং, বেড়ানো অথবা ট্রেনিং ভেন্যুর আশেপাশে কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্থা পরিদর্শনের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় উদ্যোগে স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে আয়োজিত ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের সুবিধাজনক কার্যক্রমের পরিকল্পনা এ সেশনে নেয়া যায়।